ইমাম ইবনু হাজম আন্দালুসি (রহঃ)-এর
প্রেম-ভালোবাসা সংক্রান্ত ফিকহ্ অবলম্বনে
শায়খ ইয়াসের বিরজাস রচিত
'ফিকহ্ অব লাভ'
কিতাবের ভাবানুবাদ
ভালোবাসা কারে কয়?

ইসলামি শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসা কি অনুমোদিত না নিষিদ্ধ? ভালোবাসা কত প্রকার? ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাহ আল-কুরআনে কী নাযিল করেছেন? নবীজি (সা.) – ভালোবাসার ব্যাপারে কী ব্যক্ত করেছেন? তিনি (সা.) নিজে কী কাউকে ভালবেসেছেন? সে ভালোবাসা কেমন ছিল?

ইত্যাদি বিষয়গুলো ইমাম ইবনু হাজম আন্দালুসি (রহ.) - এর ভালবাসার ফিকহ অবলম্বনে বই আকারে বর্তমান সময়কার ফকীহ শাইখ ইয়াসের বিরজাস তুলে ধরেছেন। ইংরেজীতে বইটি "The Fiqh of Love" নামে পরিচিত।

এই বইটি আমরা বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে নাম দিয়েছি "ভালোবাসা কারে কয়?"। মহান আল্লাহ্আমাদের নেক উদ্দেশ্যকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। উম্মতের খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত রাখুন।

আমাদের ভুলত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে দিন, আমীন!

# ভালোবাসা কারে কয়?



প্রথম প্রকাশ
রজব, ১৪৪১ হিজরি / ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ

মুদ্রিত মূল্য : **১৮০** (একশত আশি) টাকা

পরিবেশক

**মাতৃভাষা প্রকাশ**
১১, পি. কে. রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.কম, ওয়াফী লাইফ
সিজদাহ্.কম, আবাবিল (বুকশপ)

প্রকাশক

**আযান প্রকাশনী**
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১০০০।
+৮৮ ০১৭১৭ ৩১ ৭৯ ৩১
facebook.com/azanprokashoni

"ভালোবাসা" - আল্লাহ এটাকে মহিমান্বিত করুন! তুচ্ছ আকর্ষনবোধ কিংবা ভালো-লাগা থেকে এর সূচনা, এর পরিণাম রূপ নেয় ব্যগ্রতা-ব্যাকুলতায়। এর বিচিত্র অনুভূতি এতই আশ্চর্যের এবং মহিমান্বিত যে এর নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। এর বাস্তবতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভি-জ্ঞতা দ্বারাই অনুভব করা সম্ভব। আমাদের দ্বীন যেমন ভালোবাসাকে অস্বীকার করে না তেমনই শরীআতে এটি নিষিদ্ধও নয়; যতক্ষণ না তা শরীআত পরিপন্থি হয়। কেননা প্রতিটি মানব-হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ তো আল্লাহরই হাতে।

- ইবনু হাজম (রহঃ)

ইসলামি শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসা কি অনুমোদিত না নিষিদ্ধ? ভালোবাসা কত প্রকার? ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাহ আল-কুরআ-নে কী নাযিল করেছেন? নবীজি (সাঃ) – ভালোবাসার ব্যাপারে কী ব্যক্ত করেছেন? তিনি (সাঃ) নিজে কী কাউকে ভালবেসেছেন? সে ভালোবাসা কেমন ছিল?

ইত্যাদি বিষয়গুলো ইমাম ইবনু হাজম আন্দালুসি (রহঃ) – এর ভালবাসার ফিকহ অবলম্বনে বই আকারে বর্তমান সময়কার ফক্বীহ শাইখ ইয়াসের বিরজাস তুলে ধরেছেন। ইংরেজীতে বইটি **"The Fiqh of Love"** নামে পরিচিত।

এই বইটি আমরা বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে নাম দিয়েছি **"ভালোবাসা কারে কয়?"**। মহান আল্লাহ্ আমাদের নেক উদ্দেশ্যকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। উম্মতের খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত রাখুন।

আমাদের ভুলত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে দিন, আমীন!

## শায়খ পরিচিতি

ইংরেজী ভাষায় বইটির সংকলক শায়খ ইয়াসের বিরজাস ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত। তিনি ১৯৭০ সালে কুয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিক্বহ এবং উসূলের উপর সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে স্নাতক সম্পন্ন করেন। যাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানকিতি, সালিহ আল উসাইমিন ও শায়খ তামিমী (রাহুমাহুমুল্লাহ) ছিলেন অন্যতম। তিনি পেশাগত জীবনে একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে তিনি আমেরিকার টেক্সাসে অবস্থান করছেন। সেখানে তিনি ইসলামিক সেন্টারে ইমামতি করছেন এবং মুসলিম কমিউনিটিতে বিবাহ পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ইতোঃপূর্বে বসনিয়ার আর্থিক সংকটের সময় রিলিফ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

## ঈমাম ইবনু হাজম আন্দালুসি (রহঃ) সম্পর্কে কিছু কথা

ইমাম ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি (রহঃ) ৩৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭২ বছর পর ৪৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (৯৯৪-১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ)

তাকে প্রেম-ভালোবাসা সংক্রান্ত বিষয়াবলির ফক্বীহ বলা হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই ইমামের প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি ছিলেন জাহিরি ফিক্বহের এক অন্যতম পুরোধা পুরুষ। জাহিরি ফিক্বহের বিখ্যাত কিতাব আল-মুহাল্লার রচয়িতা, একই সাথে ফক্বীহ, দার্শনিক, ভাষাবিদ ও চিন্তার জগতে একজন বিশাল মাপের মানুষ।

ইমাম ইবনু হাজম ৩৪ বছর বয়সে আরবদের ভালোবাসার প্রথা ও সংস্কৃতি নিয়ে طوق الحمام তথা কবুতরের হার নামে গ্রন্থ রচনা করেন। গলায় বন্ধনী অর্থাৎ হার ভালোবাসা এবং অনুরাগ নির্দেশ করে। হার- বশ্যতার প্রতীক; স্বভাবতই যা মানুষকে অনুগত করে। বইটি প্রেমিকদের জন্য এক পশলা বারি-ধারার মত। কেউ কেউ বলে থাকেন বইটি বশ্যতা'র জন্য বা বশ্যতা বিষয়ক। ভালোবাসা সম্পর্কিত আলোচনায় আরবরা কবুতর বা ঘুঘু পাখির উপমা নিয়ে আসত। উক্ত বইয়ে তিনি প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা, কবিতা ও প্রেমিকদের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। একই সাথে প্রেমের সাইকো-লজিক্যাল ব্যাখ্যা, দার্শনিক আলাপে প্রেম-ভালোবাসা সংক্রান্ত অনুভূতির গভীরে যেতে চেষ্টা করেছেন।

এই কিতাব তিনি অনেক ছোট ছোট অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন 'যে প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়ল' (যদিও তিনি প্রথম তাকানোয় প্রেমে পড়া টাইপ ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না, একে তিনি নিখাদ জৈবিক তাড়না বলেছেন।), 'যে স্বপ্নে দেখা কাউকে দেখে প্রেমে পড়ল' ইত্যাদি। এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তব ঘটনাও যুক্ত করেছেন। বইটি ভাষাগত দিক দিয়ে বেশ উচ্চ মানের।

এছাড়াও তিনি ইতিহাস বিষয়ক বই যেমন, স্পেনের ঘটনাবলি নিয়ে, যাযাবর কর্তৃক করডোভায় আক্রমণ নিয়ে, মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বই, তার জীবন ও ভালোবা-সার চিত্রায়ণ, কবিতাসমগ্র রচনা করেছেন। উনার কবিতার ব্যাপারে কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি ভাল মানের কবি ছিলেন না এবং তার কবিতায় যে কঠিন ভাষা (শক্ত) ব্যবহার করেছেন তা ধাঁধা বা ছড়া-ছন্দের মত, কবিতার মত নয়।

## ভালোবাসা সম্পর্কে ইবনে হাজম (রহঃ) - এর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

- ভালোবাসা সম্পর্কে তাঁর একটি দর্শন হল, মানুষের আত্মা শুন্যে ভেসে বেড়ায়, যখন দুটি আত্মা মিলিত হয় তখন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে।
- ভালোবাসা ব্যাপারটি এর সমগোত্রীয় বিভিন্ন আচরণের উপর নির্ভ-রশীল। আল হুব্বুল হুদরি (সেই ভালোবাসা - যা নির্মল এবং যৌন আকাঙ্ক্ষামুক্ত)।
- তুচ্ছ আকর্ষনবোধ তথা ভাল-লাগা থেকে এর সূচনা, আর পরিণামে তা ব্যাকুলতায় রূপ নেয়।
- আমাদের দ্বীন যেমন ভালোবাসাকে অস্বীকার করে না তেমনি শরীয়াতে এটি নিষিদ্ধও নয়; যতক্ষণ না তা শরীআত পরিপন্থি হয়। কেননা, প্রতিটি মানব-হৃদয়য়ের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহরই হাতে।
- ভালোবাসা শারীরিক আকর্ষণ নয় কিন্তু এর থেকেই শুরুটা হয়। ভালোবাসা হয়ে যায়; এটা সহজাত, অস্বাভাবিক কিছুই নয়।
- খাঁটি ভালোবাসা বলতে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে হৃদয়ের অনুরাগকে বোঝায়।
- ভালোবাসার প্রকৃতি হচ্ছে, দুটি আত্মার বিক্ষিপ্ত অংশ যা শূন্যে মিলিত হয়।
- চরিত্রের সাদৃশ্য এবং আত্তীকরণের ভিত্তিতে ভালোবাসা গড়ে উঠে। শারীরিক আকর্ষণ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু এর থেকেই শুরুটা হয় এবং তা চূড়ান্ত পরিণতিতে গড়ায়।
- উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায় এমন সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখুন।
- ইমাম ইবনু হাযম ভালোবাসার বিষয়গুলোকে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন। তিনি এই বইটিতে মহৎ ও মহান ভালোবাসার অর্থ উদ্ধা-রের চেষ্টা করেছেন। কামুকতাপূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা তার উদ্দেশ্য নয়।

- ভালোবাসা বৈধ, কারণ প্রত্যেকটি মানব-হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতেই থাকে।

- ভালোবাসা একধরণের ব্যাধি বা রোগ; এর নিরাময় নির্ভর করছে ভালোবাসার গভীরতার উপরে।

- ইমাম ইবনু হাজম (রহঃ) বলেছেন, ভালোবাসা সহজাত, কিন্তু আল্লাহ কি এর দ্বারা আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন?

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা সর্বদাই আমাদের পরীক্ষা করেন। এর মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য যাচাই করেন।

- ইমাম ইবনু হাজম (রহঃ) কি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারে একমত হয়েছেন?

হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, হাতের তালুতে একটি বরফের গোলক ধরে রাখলে ব্যাথা লাগে, তেমনই জ্বলন্ত কয়লা রাখলেও এই ব্যাথা অনুভূত হয়।

পরিশেষে বলাই যায়, আপনি এমন দুজন ব্যক্তিকে খুঁজে পাবেন না যারা একে অপরকে ভালোবাসে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই।

> তিনি (রহঃ) বলেন, "ভালোবাসা (আল্লাহ একে মহিমান্বিত করুন!)- সত্যিকার অর্থে একটি দুর্বোধ্য ব্যাধি। এর নিরাময় করতে হয় এর মাত্রানুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ কঠোরতা অবলম্বনের মাধ্যমে। ভালোবাসা মধুর রোগ, সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত ব্যাধি। যে এই রোগ থেকে মুক্ত সে এই মুক্তি পছন্দ করে না, আর যাকে এ ব্যাধি ধরাশায়ী করেছে সে কোনমতেই এর নিরাময় চায় না। ভালোবাসা অত্যন্ত মোহনীয় রূপে কোন ব্যক্তির চোখে ধরা দেয়, অথচ সে-ই একসময় তা দৃঢ়তার সাথে উপেক্ষা করত; একসময় অনমনীয় থাকলেও এখন সে খুব সহজেই বিগলিত হয়ে পড়ে এবং এই ভালোবাসা তার হৃদয়ে শক্ত আসন গেড়ে নেয়; ব্যক্তির প্রগাঢ় এবং অবিচ্ছেদ্য অনুভূতিতে পরিণত হয়।"
>
> **- ইবনে হাজম (রহ.)**

# ভালোবাসার সূচি

## ভূমিকা : **ভালোবাসার তাড়না**

কুরআনুল হাকিমে দয়াময় আল্লাহ্ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

**আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে আরেকটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গীনিদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।**[১]

এখানে "মাওয়াদ্দাহ" অর্থ ভালোবাসা বা অন্তরঙ্গতা "ওয়ারহমা" অর্থ দয়া।র-সূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয়ই, আমার হৃদয় তার জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল।[২]

## ১। ভালোবাসার সংজ্ঞা

**নামবাচক শব্দ হিসেবেঃ**

- শ্রদ্ধা এবং স্নেহের প্রবল অনুভূতি
- অনুরাগ
- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনকিছু বা আকর্ষণবোধ
- অত্যন্ত প্রিয়
- প্রিয়তম
- কামপূর্ণ ভালোবাসা, যৌন কামনা ও আকাঙ্ক্ষা
- প্রেমনিবেদন

**ক্রিয়া হিসেবেঃ**

- কারো সাথে জুড়ে যাওয়া;
- গভীর প্রেম অনুভব করা।
- নিঃসঙ্কোচে প্রগাঢ় প্রণয় নিবেদন করা।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালোবাসা থাকে। ভালোবাসার বাইরে কেউ থাকতে পারে না। তবে তাদের ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন কোন ভালোবাসা সবার প্রতি দায়িত্ববোধের অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়, কোনটা আবার কারো প্রতি অধীর ও গভীর আসক্তি হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়।

## ২। ভালোবাসার প্রকৃতি

- মূল হচ্ছে – ভালোবাসা।
- ইশক হচ্ছে, গভীরতম ভালোবাসা যা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং হারাম কাজে জড়িয়ে দেয়।
- মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী ভালোবাসা হল একটি মানবীয় ব্যাধি।

- আধ্যাত্মিক ভালোবাসা সহজাত প্রবৃত্তি।
- আত্মোৎসর্গমূলক ভালোবাসা হল, ধর্মীয় ভালোবাসা, যেমনঃ আল্লাহ-কে ভালোবাসা, রাসূল (সাঃ) - কে ভালোবাস।

মুসলিম আলিমগণ- আল যাহাব/ ইবনে কিয়াহ কিতাবুন নিসাতে (নারী সং-ক্রান্ত বই) মূল ভালোবাসা এবং ইশক এর মধ্যকার পার্থক্যের কথা বলেছেন। তিনি উভয়ের মধ্যে এভাবে পার্থক্যের কথা বলেছেন যে, মূল ভালোবাসা হল সহজাত যা প্রত্যেকের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে থাকে। অপরপক্ষে ইশক সহজাত নয়; বরং তা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অর্জন করতে হয়। মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কখনো বৈধ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। সকল বিদ্বানই একই মত ব্যক্ত করেছেন যে,

- দুজন ব্যক্তির মধ্যকার সাদৃশ্য।

- দাতুল হাদিফ- দীর্ঘ আলাপচারিতা; আলিঙ্গন করা; চুম্বন করা।

- আরবরা বলে থাকে- চোখ হল হৃদয়ের প্রবেশদ্বার ।

**ভালোবাসার তিনটি স্তম্ভ**। এ তিনটি জিনিস দুজনের মাঝে পাওয়া গেলে ভা-লোবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয় –

- প্রিয়জনের গুণাবলি। প্রিয়জনের গুণাবলি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।
- ভালোবাসার অনুভূতি-অভিলাষ। যখন প্রিয়জনের গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তাকে কাছে পেতে এবং তার সান্নিধ্যে যেতে তীব্র আকাঙ্খাবোধ সৃষ্টি হয়।
- এভাবে দুজনের মধ্যে হৃদয়ের আদানপ্রদান হয়, দুটি মন মিলে একাকার হয়ে যায়।

চার উপায়ে সে-ভালোবাসা পোক্ত করা যায় –

- একে অন্যের দিকে প্রেম-ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকানো। উভয় উভয়ের চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করা। চোখ চোখে কথা বলা। আর তার সামনে অন্য কারো গুণগান না-গাওয়া।

- পরস্পরের গুণগান গাওয়া। সে যে তার প্রতি আকৃষ্ট তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করা। তার অমুক অমুক বৈশিষ্ট্য তাকে পাগল ও বিমোহিত করে তা তার সামনে তুলে ধরা। তার প্রতিটি কাজে মুগ্ধতা প্রকাশ করা।

- সংসার, ভবিষ্যত জীবন ইত্যাদি নিয়ে ভাবনার পরিবেশে তৈরি করা। তাকে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, তাকে পাশে রেখে ও তার সহযোগিতা নিয়ে কী করতে চায় এইসব ব্যপারা নিয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করা।

- তার মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে আশা জাগিয়ে তোলা। তার মন খারাপের দিনে তার মনের আনন্দ ও খুশির স্রোতধারা বইয়ে দিতে কোনো রকম কসুর না করা। তাকে নিত্যনতুন স্বপ্ন দেখানো। তার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।

এগুলো খাঁটি ও পবিত্র প্রেমের লক্ষণ। এগুলো আপনার মাঝে বিদ্যমান না থাকলে বুঝতে হবে যে, আপনার ভালোবাসায় খাঁদ আছে। আপনি সত্যিকারার্থে আপনার প্রিয়তমকে আপনার হৃদয় কোঠায় ঠাঁই দিতে পারেননি। অথবা আপনি হয়তো কোনো হারাম ভালোবাসা বা হারামের প্রতি আসক্তি আছেন।

### ৩। ভালোবাসার ধরণ

- সহজাত ভালোবাসা যা প্রতিটি মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে বিদ্যমান থাকে।

- আধ্যাত্মিক বা ধর্মের ভিত্তিতে ভালোবাসা। ধর্ম যা কিছুকে ভালোবাসতে বলে তাকে ভালোবাসা।

- উল্লিখিত দুপ্রকার ভালোবাসাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ভালোবাসা যদি উল্লিখিত দুপ্রকার ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে তা শিরকে পরিণত হতে পারে।

### ৪। ভালোবাসার লক্ষণ

- দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।
- আলাপচারিতায় ঘুরে ফিরে প্রিয়জনের কথাই টেনে আনা।
- সবকিছুতে তার অনুকরণের চেষ্টা।
- কোনকিছু নিয়ে মিছে টানা হেঁচড়া করা বা মধুর লড়াইয়ে মেতে উঠা। যেমন, বাসন কোসন ভাঙ্গা ইত্যাদি।
- নিজের দিকে প্রিয়জনের দৃষ্টি ফেরাতে কিছু একটা করা।
- কখনও কখনও ঝগড়া বা খুনশুটি করা। এটাও ভালাবাসার একটি লক্ষণ।
- প্রিয়জনের আশেপাশে ঘুরঘুর করা।
- প্রেম নিবেদন শেষে উৎফুল্ল হওয়া।
- প্রিয়জনকে স্মরণ করে চোখের জল ফেলা।
- নিদ্রাহীনতা ও খাবারে রুচিহীনতা বেড়ে যাওয়া।

### ৫। ইসলামে ভালোবাসার বিধান

ভালোবাসা একটি সহজাত বিষয়। যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীর বুকে চোখ মেলে সেদিন থেকেই তার মাঝে ভালো-লাগা ও ভালোবাসা কাজ করে। এটি মূলত আল্লাহ তাআলা মানব অন্তরে ঢেলে দেন। তাই ভালোবাসার বিষয়টি ব্যক্তির হাতে নয় বরং আল্লাহর হাতে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন –

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

**"মানুষের জন্য নারীর প্রতি আসক্তিকে সুশোভিত করে তোলা হয়েছে"**[৩]

এ আয়াতে শুধু নারীর কথা বলা হলেও তা নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা এবং পুরুষের প্রতি নারীর ভালাবাসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই কারো মাঝে

স্বাভাবিক হৃদয় থাকলে তার মাঝে ভালোবাস থাকবেই। আর যদি কোনো হৃদয়ে ভালোবাসা না থাকে, জানতে হবে তা স্বাভাবিক হৃদয় নয়, সে হৃদয় কঠিন শিলার থেকেও কঠিন।

আয়াতে যে আসক্তি-আকাঙ্খার কথা বলা হল তা দুই ধরনের :

- ইচ্ছাধীন। আর তা হল চলতে ফিরতে হঠাৎ কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। প্রথম দেখাতে তাকে ভালো লেগে যায়, তার প্রতি আসক্তি ও আকাঙ্খা তীব্র হয়ে যায়। তারপর সে ভালোলাগা ও আসক্তি-আকাঙ্খা আস্তে আস্তে ভালোবাসায় পরিণত হয়।

- সহজাত। সহজাত ভালোবাসা ও আসক্তিতে মানুষের তেমন হাত থাকে না। এই আসক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস না করলেও তার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে কোনো কিছু সম্পাদন করা সম্প-র্কে জিজ্ঞেস করবেন।

হাদীস থেকেও আমরা ভালোবাসার অনেক দৃষ্টান্ত পাই। যেমন -

**দৃষ্টান্ত ১** - একজন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) আমরা একজন এতিম মেয়েকে প্রতিপালন করি। একজন লোক এসে বললেন, দুইজন ব্যক্তি এই এতিম মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। একজন ধনী এবং একজন গরীব। কিন্তু সে (মেয়েটি) গরীব লোকটিকে পছন্দ করে। আমাদের পছন্দ ধনী লোকটি। লোকটি বলল, আমার কাকে নির্ধারণ করা উচিত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, মেয়েটিকে ঐ গরীব ব্যক্তিকে বিয়ে করার অনুমতি দাও। জীবনসঙ্গীকে তার পদমর্যাদা বা ধন-সম্পদের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত নয়।[৪]

**দৃষ্টান্ত ২** - নবীজি (সাঃ) আমর ইবনুল আস (রাঃ) - কে একটি অভিযানের সেনাপতি নির্ধারণ করেন। একদিন তিনি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ), "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?" তিনি বললেন, "আয়িশা'। আমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, পুরুষদের থেকে? তিনি বললেন, "তার পিতা"। [৫]

**দৃষ্টান্ত ৩** - নবীজি (সাঃ) - এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) একবার তাঁর কাছে এসে তাঁর সব স্ত্রীদেরকে ভালাবাসার ব্যাপারে সমতা করতে বললেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আমি তাকে (আয়িশা) ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।" ফাতিমা (রাঃ) বললেন, "আমি তাকে ভালবাসি।"[৬]

**দৃষ্টান্ত ৪** - নবীজি (সাঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহকে খুব স্নেহ ও মমতা করতেন এবং আদর-সোহাগে জড়িয়ে রাখতেন। নিম্নের ঘটনা থেকেও তা প্রকাশ পায়। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর শপথ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - কে দেখেছি, তিনি আমার ঘরের দরজায় দাঁড়াতেন, হাবশিরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা-ধুলা করত, আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তার চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন, যেন আমি তাঁর কাঁধ ও কানের মধ্য দিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করি। অতঃপর তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না আমিই প্রস্থান করতাম।"[৬]

ইমাম ইবন শিহাব আয-যুহরি (রহ) বলেন, "ইসলামে প্রথম ভালোবাসা ছিল আয়িশা (রাঃ) এর প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালোবাসা।"[৭]

## ৬। ভালোবাসার গল্প

সহজাত ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অযথা নি-য়ন্ত্রণ করতে যাবেন না। নিয়ন্ত্রণ না করতে পারা কোনো দোষের কারণ নয়। এর কারণে আপনি তিরস্কৃত হবেন না। আপনাকে এর দায়ও নিতে হবে না। যতক্ষণ না আপনি একে হারাম পন্থায় চরিতার্থ করেন।

ভালোবাসার ইতিহাস ও গল্প অনেক পুরাতন। আদিকাল থেকে এ নিয়ে অনেক ইতিহাস ও গল্প রচিত হয়ে আসছে। আমরা এখানে কয়েকটি গল্প তুলে ধরলাম:

### ইসলাম-পূর্ব যুগের গল্প –

ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবরা প্রেম-ভালোবাসায় অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে তাদের কোনো জুড়ি ছিল না। তাদের প্রেম-ভালোবাস নিয়ে অনেক কাহিনী ও গল্প আছে। প্রেম-ভালোবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকা নিয়ে অনেক বড় বড় কবিতা লেখা হয়েছে। তারা কাম অভিলাষী মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিল।

- তন্মধ্যে একটি হল আনতারা ও আবলাহর প্রেম কাহিনী। আনতারার জন্ম হয় একজন দাসীর ঘরে। যদিও জন্মগতভাবে আনতারার অব-স্থান ছিল নীচু, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সে হয়ে উঠেছিল তার গোত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা।

- আবলাহ ছিল তার চাচাত বোন। রূপে-গুণে ছিল অনন্যা। মুখখানা ছিল চাদের মতো। যে কেউ দেখলে পাগল হয়ে যেত। আনতারাও তার প্রেমে পড়ে যায়। জীবনের চেয়ে তাকে বেশি ভালোবেসে ফেলে।
- একবার আনতারা তার চাচাকে আবলাহর ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তার চাচা বিয়ে দেবে না বলে বিরাট অঙ্কের মোহর দাবি করে। আনতারা অনেক কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে মোহর সমপরিমান সম্পদ আয় করে।
- সে মোহর নিয়ে তার চাচার কাছে আসলে তার চাচা এবার সরাসরি বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এ বিরহ থেকেই আনতারা আরবি কবিতা রচনা শুরু করে।

**ইসলামী যুগের গল্প -**

ইসলামে প্রথম ভালোবাসা চিহ্নিত করা হয় - আয়িশা (রাঃ) - এর প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালোবাসা। তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় আয়িশা (রাঃ) -কে বেশি ভালবাসতেন। নবীজি (সাঃ) আয়িশা (রাঃ) এর লালা মুখে নিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। তিনি (সাঃ) মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে মিসওয়াক করেন। আর সে মিসওয়াক চিবিয়ে নরম করে দেন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ)।

মানব হৃদয়ে যদি ভালোবাসার উদয় সহজাত ও প্রকৃতিগত হয়, তাহলে এর জন্য আল্লাহর কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

**৮। ভালোবাসা নিয়ে রচিত কিছু গ্রন্থ :**

- কিতাবুয যুহরা। লেখক, মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ
- যাম্মুল হাওয়া। ইমাম ইমাম ইবনুল জাওযি। এই গ্রন্থে আকাঙ্খা এবং কামনার নিন্দা করা হয়েছে।
- রাওযাতুল মুহিববিন। লেখক, ইমাম ইবনুল কায়্যিম আয-যাওযিয়াহ।
- আল মাসুন। লেখক, ইব্রাহিম আল হুসারি

আল বুসিরি তার কবিতায় ভালোবাসা সম্পর্কে বলেন,

"প্রেমিক তার ভালোবাসা লুকাবে কী করে হায়?
চোখে অশ্রু টলমল, আর পুড়ছে যে হৃদয়!
সত্যিকারের ভালোবাসা যে এরকমটাই হয়।"

"প্রেয়সীর বিরহে গড়িয়েছে চোখের বেশ খানিকটা জল;
হৃদয় আজ অস্থির তব, স্মৃতিপটে ভাসে পাহাড়ের সেই সাইপ্রেসের দল। [৯]
এত কিছুর পরেও, কী করে ভুলি ভালোবাসার ইতিকথা?
সাক্ষী থাকে চোখের জল আর হৃদয়ের ব্যাকুলতা।"

তথ্যসূত্র:

১। সূরা রূম, আয়াত-২১
২। সহিহ মুসলিম, ২৪৩৫
৩। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪
৪। সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬২৪
৫। বুখারী, ৩৬৬২; মুসলিম, ২৩৮৪
৬। বুখারী, ২৫৮১, সহীহ মুসলিম, ২৪৪২, নাসায়ী, ৩৯৪৪
৭। মুসনাদে আহমদ, ২৫৩৩৩, হাদীসটি সহীহ
৮। ইবনু শিহাব আয-যুহরী, বিশিষ্ট তাবিঈ, জন্ম ৫০ হিজরি, মৃত্যু ১২৪ হিজরি।
৯। সাইপ্রেস এক ধরণের গাছ, যা পাহাড়ের বুকে জন্মায়।

ভূমিকা ২
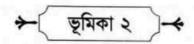
## কারো প্রতি ভালোবাসা অনুভব করা

আল্লাহর রসুল (সাঃ) তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) - কে মুগিস এবং বারিরাহ'র প্রেমকাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেন, "হে আব্বাস, তোমাকে অবাক করে না যে মুগিস বারিরাকে কত ভালবাসে আর বারিরাহ মুগিসকে কত অপছন্দ করে!"

মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসায় লজ্জার অনুভূতি বিলীন হয়ে যায়। মুগিস এবং বারিরাহ ছিল রসুল (সাঃ) - এর চাচা আব্বাস (রাঃ) – এর দাস এবং দাসী। আয়িশা (রাঃ) সেই দাসী মেয়েকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। এই সূত্রে বারিরাহ তার দাস স্বামী মুগিসের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলে। বারিরার প্রতি মুগিসের ভালোবাসা ছিল অকল্পনীয়। তাকে ছাড়া সে এক মুহূর্ত কল্পনা করতে পারত না। বারিরাহ বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেললে মুগিস বারিরার ভালো-বাসায় মদিনার রাস্তায় রাস্তায় তার পেছনে পেছনে ঘুরত এবং পুনরায় বিয়ের আকুল আহ্বান জানাত। এমনকি তাঁর জন্য কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। নবীজি (সাঃ) - কে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে বলা হলে তিনি বারিরার কাছে যান। গিয়ে মুগিসের জন্য সুপারিশ করে বলেন, 'তুমি মুগিসের কাছে ফিরে যাও, সে যে তোমার সন্তানের বাবা!'

বারিরা বলল, 'আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন, ইয়া রসুলুল্লাহ?' রসুল (সাঃ) বললেন, 'না না আমি তো কেবল সুপারিশ করছি!'

বারিরাহ উত্তর দিল, 'আমার সুপারিশের প্রয়োজন নেই।'

রসুল (সাঃ) এরপর হজরত আব্বাস (রাঃ) -কে বলতেন, 'হে আব্বাস, তোমাকে অবাক করে না যে মুগিস বারিরাকে কত ভালবাসে এবং বারিরা মুগিসকে কত অপছন্দ করে!"

বারিরা তার কাছে ফিরে যেতে রাজি হয়নি। নবীজি (সাঃ) এর পর নিরব থেকেছেন। আর মুগিস তার বাকি জীবন বারিরার জন্য কেঁদেই কাটিয়ে দেয়।

মুগিসের মাঝে ছিল সহজাত ও প্রাকৃতিক ভালোবাসা। যার নিয়ন্ত্রণ তার হাতে ছিল না। সে ইচ্ছা করলেও বারিরার প্রতি তার ভালোবাসা দমন করতে পারত না। তাইতো সে মদিনার পথেঘাটে বারিরার পেছনে পেছনে কেঁদে বেড়ালেও রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে তা থেকে নিষেধ করেননি। বরং বারিরার প্রতি মুগিসের এহেন ভালোবাসায় নবিজি (সাঃ) তার জন্য করুণা অনুভব করেছিলেন।

ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন,
মানব প্রকৃতির অংশ হিসেবে এ ধরণের অনুভূতি থাকা বৈধ।[২]

**১। "প্রণয়াসক্ত হওয়া' বা 'প্রেমে পড়া'- এর নিগুঢ় রহস্য**

- ভালোবাসা হল আত্মার খাদ্য। ভালোবাসা ছাড়া কোনো আত্মা বাঁচতে পারে না।
- প্রণয়াসক্তি হল এক ধরণের মায়াজাল। এটি শারীরিক আকর্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। শারীরিক আকর্ষণ থেকে এর উত্থান হয়ে থাকে। তাই তা স্থায়ী হয় না। শরীরের প্রতি আকর্ষণ কমে আসলে এতেও ভাটা পড়ে।
- আবেগ-জড়িত জীবনের গড় স্থায়ীত্ব কমবেশি দুই বছরের মত। কারণ, আবেগ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। আবেগের পর্দা দু'এক বছরে ছিড়ে যায়।
- 'প্রণয়াসক্তি' – যা একটি অস্থায়ী অনুভূতি।

২। ভালোবাসার পর্যায়ক্রমিক ধাপ সমূহঃ

- হৃদয় ঝুঁকে পড়া
- বাসনা
- অন্তরঙ্গতা
- আবেশ
- পাগলাপাড়া
- মত্ততা
- মুগ্ধতা বা ভালোবাসার চূড়ান্ত পর্যায়।

৩। ভালোবাসার পরিচর্যা এবং একে প্রাণবন্ত রাখার উপায়ঃ

- কোন অভ্যাসকে ধরে রাখতে হলে যেমন নিয়মিত এর চর্চা চালিয়ে যেতে হয়, ঠিক তেমনই প্রতিদিনই ভালোবাসার চর্চা করুন।
- ভালোবাসা পানির ট্যাংকির মত, সময় করে বারবার একে পূর্ণ করে নিন।
- ভালোবাসা ঠিক ব্যাংক আকাউন্টের মত, বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে আপনাকে এতে বিনিয়োগ করতে হবে, ফলে মধ্যবয়সের সংকটের দিনগুলোতে এর যথাযথ উসুল করতে পারবেন।
- স্বীকারোক্তি । বলুন, প্রিয়তম/প্রিয়তমা আমি তোমাকে ভালবাসি, মিছে ভাব করে নয় বরং আন্তরিকতার সাথে বলুন।
- উপহার বিনিময় করুন, যেমন- বিভিন্ন উপহার, ফুল, চকোলেট, মিষ্টি ইত্যাদির আদান প্রদান। সাহাবাগণ (রাঃ) – প্রায়ই নিজেদের মধ্যে হাদিয়া আদান প্রদান করতেন।
- দাম্পত্যসঙ্গী হিসেবে পরস্পরকে মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা করুন।
- মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজে সময় কাটাতে পারেন।

**৪। ভালোবাসায় করতে মানা :**

- ভালোবাসার সুযোগ নেওয়া বা নিজের ব্যক্তি স্বার্থকে জড়িয়ে ফেলা।
- একে অপরকে যথাযথ মূল্যায়ন না করা বা অবহেলা দেখানো।
- অপবাদ দেয়া। সন্দেহ করা এবং প্রকৃত অবস্থা বোঝার চেষ্টা না করার কারণে এই ফিতনা ছড়ায়।
- বিনা কারণে দীর্ঘদিন পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান।
- পরকীয়ায় জড়ানো এবং বিশ্বাস ভঙ্গ করা।
- টেলিভিশন এবং কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতির কু-প্রভাবে না জড়ানো।

**৫। যৌনতা, অনুরাগ, ভালবাসাঃ** এগুলো কী সমার্থক?

প্রশ্ন হতে পারে যৌনতা, অনুরাগ ও ভালোবাসা কি সমার্থক শব্দ ও বিষয়, না কি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস? জবাব হচ্ছে, এগুলো সমার্থক শব্দ নয়। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। এর বাস্তব উদাহরণ এভাবে পেশ করা যায় যে, মেয়েরা তাদের স্বামীর কাছে থেকে আবেগী আচরণ এবং সহানুভূতি কামনা করে। তারা খুব করে চায় তাদের স্বামীরা যেন আবেগ দিয়ে তাকে ভালোবাসে, তার জন্য ব্যাকুল থাকে, তাকে আদর-সোহাগ ও সহানুভূতি দিয়ে জড়িয়ে রাখে। তারা সব সময় স্বামীর বাহুডোরে আবদ্ধ থাকতে আকুল হয়ে থাকে। অপরদিকে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের কাছে যৌনতাপূর্ণ ভালোবাসা খুঁজে। স্ত্রী থেকে প্রেমস্পর্শ পেতে আকুল থাকে। স্ত্রীদের উথলা প্রেমের নায়ে চড়ে সাত সমুত্র তের নদী পাড়ি দিতে চায়।

**শারীরিক সম্পর্ক কি ভালোবাসার ক্ষতি করে?**

অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক বিদ্বেষভাব এবং ঘৃনার জন্ম দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে জড়িতরা কোনো আবেগ বা বাধ্যবাধ্যকতার থেকে এমন কাজ করে থাকে। পরবর্তীতে শারীরিক সম্পর্কের কারণে তারা সর্বক্ষণ ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে দিনাতিপাত করে। প্রেমিকা মনে করে তার প্রেমিক

হয়তো তার দেহ ভোগ করে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবে। তাই সব সময় প্রেমিকের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করতে থাকে। ছোটখাটো বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রেমিকের মনে তার প্রেমিকার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা হয়। তাকে একজন চারিত্রহীনা মনে করে। এভাবে ভালোবাসায় ভাটা পড়ে। সম্পর্কের দেওয়ালে ফাটল ধরে।

অপরপক্ষে, বৈধ সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। কারণ, তাদের মধ্যে এসব কোনো ভয় বা আশঙ্কা থাকে না। পরস্পরের ব্যাপারে কোনো মন্দ ধারণা আসে না। বরং এর মাধ্যমে তাদের দেহমনে আনন্দের জোঁয়ার বয়ে যায়। পরস্পরকে আবার পেতে আকুল থাকে। বারবার হারিয়ে যেতে চায় সুখ-রাজ্যে। এভাবে তাদের ভালোবাসা ও মনের মিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

### ৬। শালীনতা নাকি অশ্লীলতা?

- পুরুষ এবং নারী- উভয়েরই সমান যৌনাকাঙ্খা রয়েছে।
- উভয়ই নিজের পবিত্রতা-সতীত্বকে রক্ষা করার ব্যাপারে স্বাধীন।
- আপনি যদি নিজেকে পাপের পথে পরিচালিত করেন তাহলে অবশ্যই এর শাস্তি পেতে হবে। বিশেষতঃ আপনি যদি ধার্মিকতার বলয়ে থেকেও এই অপকর্মে জড়িয়ে যান।

তাহলে সত্যিকারের ভালোবাসা কোনটা???

তথ্যসূত্র:

১। সহীহ বুখারী, ৫২৮৩
২। ফাতহুল বারী

ভূমিকা ৩
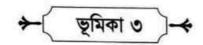
## একটি সত্যিকারের ভালোবাসার গল্প

আমর ইবনে আস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! এই জগতে আপনি কোন মানুষটিকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আয়িশা। আমর (রাঃ) বললেন, এর পরে? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন,"তার বাবা।"[১]

ইমাম ইবন শিহাব যুহরি (রহ.) বলেন, "ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ভালোবাসার কথা জানা যায় আয়িশা (রা.) - এর প্রতি নবীজি (সাঃ) এর ভালোবাসা। মাশরুক আয়িশা (রা.) - কে রসুলুল্লাহ (সা) - এর হাবিবাহ-ভালোবাসা বলে সম্বোধন করতেন।[২]

**১। ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত ভালবাসাঃ**

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ভালোবাসার কথা জানা যায় আয়িশা (রা.) - এর প্রতি নবীজি (সাঃ) এর ভালোবাসা। মাশরুক আয়িশা (রা.) - কে রসুলুল্লাহ (সা) - এর হাবিবাহ-ভালোবাসা বলে সম্বোধন করতেন।

২। **রোমিও এবং জুলিয়েটের গল্প**। এ জুটি ভালোবাসার জন্য প্রেমের দুনিয়ার সবচেয়ে পরিচিত মুখ হলেও তারা বিয়ে করেনি; বৈবাহিক জীবনের প্রকৃত বাস্তবতার সম্মুখীন হননি।

৩। পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবনের অহরহ পরকীয়ার ঘটনা।

**৪। মুসলিমরা পাশ্চাত্যের বিবাহ ব্যবস্থাকে প্রায় বরণই করে নিয়েছে, এর কারণ কি?** সমাজে আজ বিবাহ-পূর্ববর্তী প্রেম-ভালোবাসা কোনো ব্যাপারই নয়। এটা বর্তমানে সামাজিকতায় পরিণত হয়েছে। এটাকে মনে করা হচ্ছে সমাজিক জীবন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ অংশ। অথচ এই বিবাহ-পূর্ববর্তী প্রেম-ভালোবাসা থেকে কত অসামাজিক কার্যকলাপের জন্ম নিচ্ছে। ভ্রুণ হত্যা থেকে শুরু করে মানুষ হত্যা পর্যন্ত গড়াচ্ছে। বেশিরভাগ যুবক-যুবতি নেক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেম-ভালোবাসায় জড়ায়। তাদের প্রেম-ভালোবাসার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে, তাঁরা একে অপরকে ভাল করে জেনে বুঝে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। স্থায়ী সংসার গড়ে তুলবে। কিন্তু তাদের সেসব উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যই থেকে যায়, বাস্তবে রূপ নেয় না। তাদের প্রেমের গল্পগুলো পরিণতিতে গড়ায় না, স্থায়ী হয় নয়া। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সংসার গড়ে তোলাও সম্ভব হয় না ।

প্রশ্ন হতে পারে, প্রেমের গল্পগুলো কেন পরিণতিতে গড়ায় না কিংবা স্থায়ী হয় না বা সংসার গড়ে তোলা সম্ভব হয় না? এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতমঃ

- তারা বিবাহের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত ভুল জায়গা ও ভুল মানুষদের থেকে নিতে চায়, যেমন- সেলিব্রেটিদের থেকে। অথচ তাদের বিবাহই স্থায়ী হয় না।
- তারা পরস্পরের প্রতি আবেগ, অনুরাগ, ভালোবাসা সবই বিয়ের আগে শেষ করে ফেলে। সব কিছু তারা কল্পনার চোখ দিয়ে দেখে। এক সময় যখন কল্পনার চোখ বাদ দিয়ে বাস্তবতার চোখে বিবাহর মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখে তখন তারা তাদের কল্পনার জগতের দেওয়া কথা ও অঙ্গিকার ভঙ্গ করে এবং অন্যত্র বিয়ে করে ফেলে।
- বন্ধু বা সহপাঠীকে বিয়ে করা - সাধারণতঃ ভার্সিটির ছেলে মেয়েদের মধ্যে এমনটি হয়ে থাকে। এর সাথে বিভিন্নভাবে জ্বিনা-ব্যভিচার জড়িয়ে আছে।
- তালাকের পরিমাণ বৃদ্ধিঃ ডেনমার্ক, সুইডেন, আমেরিকা কিংবা তুরস্ক সব জায়গায় এর সয়লাব ঘটছে। বাংলাদেশও এই মহামারী শুরু হয়েছে।

- বিয়ে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা। আমরা বিয়ে করছি শুধুমাত্র ঐতিহ্য রক্ষার্থে আর সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে; অনেকটা এরকম যে, বিয়ের করতে হয় এজন্যেই করা।
- নারীবাদ এবং নারী-স্বাধীনতা। নারীরা নিজেদের দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়ে দিন দিন স্বাধীন আর বাঁধনহারা হয়ে যাচ্ছে। এর মানে হল পুরুষ সমাজ পরিবারে কার্যতঃ কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়ছে।

**এবার একটি সত্যিকারের ভালোবাসার গল্প শোনা যাক –**

৫। সত্যিকারের ভালোবাসার গল্প –

আমরা সত্যিকারের ভালোবাসা গল্প খুঁজে পাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং খাদিজা (রাঃ) এর মাঝে। উভয়ের ভালোবাসা ছিল নিখাঁদ। তাঁরা পরস্পরকে কত বেশি ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় খাদিজা (রাঃ) - এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কর্মকান্ডে।

রাসূল (সাঃ) কোনদিন তাঁর অবদান ও ভালোবাসার কথা সামান্য সময়ের জন্য ভুলে যাননি। সারাজীবন তাঁর স্মতিচারণ করে গেছেন। তাঁকে পাশে না পেয়ে, তাঁকে ভালোবাসায় রাঙাতে না পেরে, ভালো কিছু রান্নাবান্না করে আদর করে মুখে লোকমা তুলে দিতে না পারলেও তাঁর বন্ধবীদের সাথে তিনি সদাচারণ করতে ভুলেননি। তিনি খাদিজা (রাঃ) বান্ধবীদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশাহ (রাঃ) বলেন, খাদিজার ব্যাপারে যতটা আমার ঈর্ষা হত, ততটা ঈর্ষা অন্য কোনো স্ত্রীর ব্যাপারে হত না। রাসূল (সাঃ) তাঁর স্মৃতিচারণ করতেই থাকতেন, করতেই থাকতেন।

তিনি একদিন তাঁর স্মৃতিচারণ করলে আমি বলে ফেললাম, দাঁত পড়ে যাওয়া চোয়ালওয়ালী বুড়ো মহিলাকে নিয়ে আপনি এসব কী করেন? আল্লাহ কি এর চেয়ে আপনাকে উত্তম দেননি!?। রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! তার চেয়ে উত্তম আল্লাহ আমাকে দেননি। সে ঐ মুহূর্তে ঈমান এনেছিল যখন মানুষেরা কুফরী করেছিল, সে ঐ মুহূর্তে আমাকে সত্য বলে জেনেছিল যখন মানুষেরা আমাকে মিথ্যুক বলেছিল, সে ঐ মুহূর্তে আমাকে তার নিজের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছিল যখন মানুষেরা আমার থেকে সব কেড়ে নিয়েছিল এবং আল্লাহ তার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দিয়েছেন, অন্য কোন স্ত্রীর মাধ্যমে নয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছিলেন, খাদিজা ছিল আমার। (৩)

### কোন স্ত্রী তাঁর (সাঃ) সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর কোনো স্ত্রী সর্বাধিক প্রিয় ছিল। কার ভালোবাসা সর্বাধিক তাঁর হৃদয়কে ছুঁয়ে যেতে? আয়িশা (রাঃ) নাকি খাদিজা (রাঃ)?

- এ ধরণের প্রশ্ন অবান্তর। কেননা তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতে নবীজির (সাঃ) জীবনের স্ত্রী হিসেবে এসেছিলেন। তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতে তাঁর পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন। ফলে স্ব-স্ব সময়ে তারা তাঁর বেশি প্রিয় ছিলেন। খাদিজা (রাঃ) তার সময়ে তাঁর সবচাইতে প্রিয় ছিলেন......! আর আয়িশা (রা.) তার সময়ে তাঁর সবচাইতে প্রিয় ছিলেন....!

আমাদের এতক্ষণ যাবৎ ভালোবাসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হল, স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আর অধিকারগুলো কী তা জানা এবং পরস্পরকে বুঝতে শেখা, একে অপরকে শ্রদ্ধা ও যথাযথ মূল্যায়ন করা।

তথ্যসূত্র:

১। বুখারী, ৩৬৬২; মুসলিম, ২৩৮৪
২। তারীখু বাগদাদ, ৪/৩৪
৩। মুসনাদ আহমাদ, ২৪৮৬৪, সহীহ
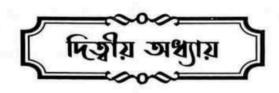
**ভালোবাসার গভীরতা** - বিবাহ এবং পরিবারিক জীবন

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর এবং জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [১]

## ইসলামে পরিবারের মর্যাদা

### ১। পারিবারিক জীবন

মৌলিক নীতিসমূহ

- পরিবার ব্যবস্থা ওহীর মারফত নাযিলকৃত একটি বিধান। আল্লাহ তাআলা বিবাহকে খুব কঠিন এবং স্পর্শকাতর একটা অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে তালাকের মত কঠিন নিয়মাবলী, সন্তানের রক্ষনাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়।
- বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। এই চুক্তিতে অংশ নেয়া উভয় পক্ষের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়।
- ঈমান এবং পরিবার –

* পুরুষরা নেক সন্তানের কারণেও সম্মানিত হয়।
* মুসলিম নারীদের জন্য অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু মুসলিম পুরুষেরা আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করতে পারবে।
* মুমিন নারী পুরুষ একে অপরকে বিয়ে করবে।
* উত্তরাধিকারের বণ্টনের ক্ষেত্রে ঈমানই মানদণ্ড। অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকার হতে পারবে না।
* বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিষিদ্ধ।

- গাইর মাহরামের সাথে ফ্রী মিক্সিং অনুমোদিত নয়। এটা হারামের দিকে ধাবিত করে। জয়েন্ট ও বর্ধিত পরিবারে বিয়ে হলে বা জয়েন্ট পরিবারে মিক্সিংয়ের বিষয়টি বেশ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

### ২। পারিবারিক কাঠামো এবং নিয়মাবলি

- পারিবারে নিকটতম বলয় হল, স্বামী-স্ত্রী, তাদের সন্তান, তাদের পিতামাতা, দাস দাসী।

- কেন্দ্রীয় বলয় হল, নিকটাত্মীয় মাহরাম, পরিবারে যাদের ভূমিকা আছে, পরিবারে মুক্তভাবে চলাফেরা করে এবং যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। এদের সাথে পর্দার দরকার নেই। বাবা, আপন ভাই।
- অন্যান্য বলয় হল, বর্ধিত পরিবারের ক্ষেত্রে মামা, খালা, ভাগনে-ভাগনি এবং সতীনের সন্তানেরা।
- দূরবর্তী বলয় হল, জ্ঞাতি সম্পর্কীয় আত্মীয়, যেমন চাচাত ভাই-বোন।
- পুরুষের অবস্থান -

প্রবীণতম ব্যক্তিগণ পরিবারের কর্তা হিসেবে বিবেচিত হন; তাঁরা হলেন সবচেয়ে প্রাজ্ঞ এবং সম্মানিত। পরিবারের কারণে, পরিবারকে সুচারুরূপে পরিচালনা এবং তাদের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করার জন্য পুরুষদের দায়িত্ব মূলত বাড়ির বাইরে।

- নারীদের অবস্থান -

তাদের দায়িত্ব বাড়ির ভিতরে। সব থেকে বয়ঃবৃদ্ধ সদস্য সবার প্রধান হিসেবে এ বিষয়ে তদারকি করেন।

**৩। ভালোবাসা, বিবাহ এবং পারিবারিক জীবন**

- পারিবারিক জীবনের সূচনা হতে হবে বিবাহের মাধ্যমে।
- শারীআত বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ বৈধ করেছে।
- **কাজেই, আপনার যদি কারো সাথে অবৈধ সম্পর্ক থেকেই থাকে, তাহলে তাকে বিয়ে করে বৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। নাহলে অবৈধ সম্পর্কের কবর রচনা করুন, আল্লাহকে ভয় করুন**

**৪। পরিবার এবং সমাজ**

- **ইসলামী শরীআত বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ঠেকিয়ে পরিবার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে।**
- **এই পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহ এবং মানবজাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।**
- **আমাদের সমাজ হতে হবে দ্বীন এবং ইমানের ইস্পাতে গড়ে উঠা একটি আদর্শিক অবকাঠামো।**

## পারিবারিক আইন

### ১। পারিবারিক আইন কী?

ইসলামী ফিকহের যে সমস্ত আইনকানুন নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক বিয়ে থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার বণ্টন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে সেটাই পারিবারিক আইন।

### ২। ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহৎ; এই বিধান চূড়ান্ত, কখনও পরিবর্তিত হতে পারে না। কারণ এগুলো আল্লাহর নির্দেশ।
- ইসলামী বিধান ও আইন অনুযায়ী মানুষ তার জীবনের সবকিছু পরি-চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে।
- সেসব বিধান ও আইন মানব রচিত নয় বরং ওহীর মাধ্যমে নাযিল-কৃত আল্লাহর বিধান।
- সেসব বিধান ও আইন যথার্থ প্রয়োগ ইবাদাতের অংশ।

### ৩। পারিবারিক আইনের আওতাধীন বিষয়সমূহ

- বিবাহ এবং বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম কানুন।
- বিবাহের চুক্তি, দেনমোহর, বর-কনের পারস্পরিক শর্তসমূহ।
- বিবাহ বিচ্ছেদের শরীআত সম্মত পদ্ধতি ও বিধান।
- মৃত্যু, তালাক, খোলা তালাক, ও লিয়ান। ইসলামী শারীআতে লিয়ান বলতে বোঝায়, স্বামীর স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যাভিচারের অভিযোগ করবে আর স্ত্রী তা অস্বীকার করবে। কিন্তু স্বামী তার দাবীর পক্ষে সাক্ষী উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হবে। ফলে স্বামী কসম করে চারবার বলবে, আমি সত্য বলছি সে এ কাজে জড়িত। পঞ্চমবার বলবে, আমি মিথ্যা বললে আমার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। আর স্ত্রী চার কসম

করে বলবে সে মিথ্যা বলছে। পঞ্চমবার বলবে, সে সত্য বলে থাকলে আমার উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হোক। এরপর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে।

- সন্তানের অধিকার এবং প্রতিপালনের বিধান।
- উত্তরাধিকার আইন ও এর বিধান।

## বিবাহের ইতিহাস

### ১। বিবাহ কী?

- মানবজাতির ইতিহাসে সকল সময়ই এর চর্চা হয়েছে।
- এটি নারী এবং পুরুষের মধ্যে বৈধ সম্পর্কের বন্ধন।
- প্রথাগত কিছু নিয়মের সমাহার যা পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে নারী এবং পুরুষকে একত্রিত করে।
- আজীবনের জন্য যৌনসঙ্গী নির্বাচনের একটি প্রাচীন প্রথা।
- নারী ও পুরুষের মধ্যে সংঘটিত একটি ঘরোয়া চুক্তি।
- একজন পুরুষ ও নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসাথে বসবাস করা।
- নারী এবং পুরুষের মধ্যে আইনত স্বীকৃত বা সমাজ অনুমোদিত একটি সম্পর্ক যা যৌন কার্যকলাপসহ পারস্পারিক কতগুলো অধিকার এবং দায়িত্বকে অন্তর্ভূক্ত করে।

### ২। ইতিহাসের প্রথম বিবাহ-

- ইতিহাসের প্রথম বিবাহ হচ্ছে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর বিবাহ
- আদম ও হাওয়া দুজন দাম্পত্যসঙ্গী ছিলেন। আলিমগণ বলেছেন যে, জান্নাতে তাদের সহবাস হয়নি। কারণ লজ্জাস্থান সম্পর্কে তাদের তখন ধারণা ছিল না।

- আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) - কে সৃষ্টি করেন তখন থেকে বিবাহের সূচনা। এই বিবাহের প্রকৃতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহই জ্ঞান রাখেন।
- মানবজাতির কাছে সবচেয়ে প্রাচীন পরিবার হল আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) এর বিয়ের মাধ্যমে গঠিত পরিবার।

## ৩। ইসলাম পূর্ব বৈবাহিক ব্যবস্থা

প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্মের বিবাহ পদ্ধতি :

- **ইহুদি ধর্মে বিবাহ পদ্ধতি :**

ইহুদি ধর্মের বিবাহ পদ্ধতি প্রায় ইসলামী বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। পাত্র--পাত্রীর একে অপরের আত্মীয় হতে হত এবং অন্যান্য আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল। নবী মুসা (আঃ) এর উপর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী তারা বিবাহ করত বিধায় এরকম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

- **খ্রীষ্টান ধর্মে বিবাহ পদ্ধতি :**

ঈসা (আঃ) নতুন কোন বিধান নিয়ে আসেননি। খ্রীষ্টানরা চার্চে গিয়ে বিবাহ করত। এতে পারিবারিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না। তাদের বিবাহের ব্যাপারটি তেমন পরিস্কার ছিল না। খ্রীষ্টানরা ইহুদিদের অনুসরণ করত, কিন্তু ইহুদিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, তারা চার্চে গিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করত মাত্র। তাদের বিয়েতে কিছুই ছিল না - না দেনমোহর, না পারিবারিক সম্পৃক্ততার কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা; এটাকে ধর্মীয় রীতির বিবাহ বলা চলে না।

- **আরব সংস্কৃতিতে বিবাহ পদ্ধতি :**

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) বলেন, আরব সংস্কৃতিতে কয়েক পদ্ধতি বিবাহ হত। যেমন,

**প্রথম পদ্ধতি :** বর্তমানে ইসলামে যে-পদ্ধতি বিবাহ হচ্ছে তার মতই। আর তা হল ছেলের পক্ষ থেকে পাত্রী পক্ষকে প্রস্তাব দেওয়া হত। তারপর উভয় পরিবারের সম্মতিতে মোহর নির্ধারণের মাধ্যমে বিবাহ প্রদান করা।

**দ্বিতীয় পদ্ধতি :** শিগার পদ্ধতিতে। শিগার পদ্ধতি হল, পাত্র কাউকে শর্ত করবে যে, আমি তোমার বোনকে বিয়ে করব বিনিময়ে তুমি আমার বোনেকে বিয়ে করবে। আমাদের মাঝে আর কোনো মোহর থাকবে না। ইসলামে এ পদ্ধতিতে বিবাহ হারাম।

**তৃতীয় পদ্ধতি :** কেউ কোনো নারীর সাথে ব্যাভিচার করত। সে নারী গর্ভবতী হলে বা বাচ্চা প্রসব করলে, সেই নারীর সম্মতিতে তাকে বিয়ে করত।

**চতুর্থ পদ্ধতি :** একজন নারী অনেক পুরুষের সাথে সহবাস করত। তারপর সে নারী গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করলে দেখত এ বাচ্চা কোনো পুরুষের। বাচ্চা নির্ণয় হয়ে গেলে তাকে সেই সন্তানের পিতা হিসেবে ঘোষণা দিত এবং তাকে বিয়ে করত। তৎকালীন আরবরা বেশ কিছু পদ্ধতি পিতা নির্ণয় করতে পারত।

**প্রথম পদ্ধতি ব্যতীত সকল পদ্ধতিকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে।**

### ৪। প্রাচীনকালের একবিবাহ ছিল না কি বহুবিবাহ?

প্রাচীনকালে কয়েক পদ্ধতি স্বামী-স্ত্রীদের পরিবার গঠন করা হত। সেগুলো হল:

- একবিবাহ- শুধুমাত্র একজন নারীকে বিয়ে করা হত।
- বহুবিবাহ- একই সাথে একাধিক স্বামী বা স্ত্রী থাকত।
- একই সময়ে একাধিক স্ত্রী থাকত।
- বহুভর্তৃকত্ব - একই সাথে নারীর একাধিক স্বামী থাকত।

উল্লেখ্য, খ্রীষ্টানদের মধ্যে বহুবিবাহ বা বহুভর্তৃকত্বের প্রচলন ছিল না। আবার কেউ প্রচলন থাকার কথা বলেছেন।

### ৫। সমকামিতা-অসমকামিতার ইতিহাস

- সমকামিতা হল, একই লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হওয়া।
- এটা প্রথম লূত (আঃ) - এর সময়ে পরিলক্ষিত হয়।
- প্রায় ৫০০০ বা ৬০০০ বছর পূর্বে।

- এই নিকৃষ্ট কর্ম প্রাচীন চীন, প্রাচীন ইউরোপ, আফ্রিকায়, এবং আমেরিকার আদি অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। হল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, কানাডাতেও এই আচার গৃহীত হয়।
- অসমকামিতা হল, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষন। এটি সহজাত আকর্ষন।

## ইসলাম এবং বিবাহ

ইসলাম মতে বিবাহ একটি সুন্নাহভিত্তিক প্রথা। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয় এবং নাবীজি (সাঃ) এর সুন্নাহ পালন করা হয়। কেননা নবীজি (সাঃ) নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

**"আমি নারীকে বিবাহ করি। (তাই বিবাহ আমার সুন্নত) অতএব যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"(২)**

### ১। বিবাহ আসলে কী?

- বিবাহ হল নারী এবং পুরুষের মধ্যে একটি অঙ্গীকারনামা; যা জীবনসঙ্গী হিসেবে তাদের সম্পর্কের বৈধতা দেয়, প্রাপ্য অধিকার ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়।
- বিবাহের আরবি প্রতিশব্দ হল- "জাওয"
- কুরআনে "নিকাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । "নিকাহ" শব্দর দুইটি অর্থ রয়েছে। ক. নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক। খ. বিবাহের চুক্তি যা শারীরিক সম্পর্ককে বৈধ করে।

## ২। পাঁচটি আবশ্যকতা

পাঁচটি বস্তুর উপর দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নির্ভর করে। সে পাঁচটি বস্তু ছাড়া জীবনের সফলতা, নিরাপত্তা ও মূল্যায়ন থাকে না। তাই ইসলাম সে পাঁচটি বস্তু সংরক্ষণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সে পাঁচটি বস্তু হল :

- দ্বীন হিফাযত বা সংরক্ষণ করা।
- নিজের জীবন সংরক্ষণ করা। এ কারণে ইসলামে কাউকে অন্যা-য়ভাবে হত্যা করা, আত্মহত্যা করা, শারীরিক নির্যাতন করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ।
- মেধা ও বুদ্ধি সংরক্ষণ করা। এ কারণে ইসলামে মেধা ও বিবেক লোপ পায় এমন সব জিনিস হারাম।
- বংশকুল সংরক্ষণ। এর জন্য ইসলামে বিবাহের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর যাতে বংশকুল নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যিনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- সম্পদ সংরক্ষণ। এ কারণে অপচয়, হারাম উপার্জন যেমন, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

## ৩। বিবাহের উদ্দেশ্য

বিবাহের সুফল সমূহঃ বিবাহের অনেক সুফল রয়েছে। যেমন,

- রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সুন্নাহ আদায় হয়।
- আনন্দ-যৌন কামনা চরিতার্থ করা।
- সন্তান লাভ। সন্তান লাভের একমাত্র বৈধ উপায় বিবাহ। মানুষ বাবা-মা হতে ভালবাসে, সন্তান হলো দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসার ফসল।
- ধার্মিক উত্তরসূরী পাওয়া। ধার্মিক উত্তরসূরীর প্রথম শর্ত হল বিবাহের মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ। তারপর সে সন্তানকে সত্যিকারের ধার্মিক হিসেবে গড়ে তোলা। এমন সন্তান দুনিয়াতে রেখে যেতে পারলে পরকালে পরিত্রাণ পাওয়া বহুলাংশে সম্ভব হয়।

- পাপ থেকে নিরাপত্তা লাভ। বিবাহ দৃষ্টির হিফাজত করে এবং যিনা থেকে বাঁচতে সহায়তা করে।
- নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা যায়। কেননা পরহেজগার একটি পরিবার গঠন করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

বিবাহ যখন ক্ষতির কারণ:

- স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার আদায়ে এবং দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে।
- এ কারণে ইবাদাতে কমতি হলে, যেমন, বাচ্চাদের কারণে কখনও রমাদানের তারাবিহ এবং জুমআয় অংশ নিতে না পারা।
- পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে না পেরে নির্দ্বিধায় হারামে জড়ানো বা ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়া ইত্যাদি।

**৪। বিবাহের হুকুম**

ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয়।

- **ফরয বা বাধ্যতামূলক**। কোনো ব্যক্তি যদি আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হয়, স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সক্ষম হয় এবং বিবাহ না করলে যিনায় জড়ানোর আশংকা করে, তার ক্ষেত্রে বিয়ে করা ফরয।
- **মুসতাহাব-উত্তম**। এটা অনেকটা ওয়াজিবের মতই। আর তা হল, ব্যক্তির অর্থ আছে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে সক্ষম কিন্তু বিয়ে না করলে যিনায় জড়ানোর আশংকা নেই, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা মুসতাহাব।
- **মাকরূহ-অপছন্দনীয়**। কোনো ব্যক্তি যদি আর্থিক ও শারীরিকভাবে বিয়ে করতে সামর্থ্যবান কিন্তু স্বামী কিংবা পিতা হিসেবে তার উপর যে কর্তব্য রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম না হয়, যেমন, বাড়ি থেকে দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে থাকতে হয়, দীর্ঘ সময় বিদেশে বা সফরে থাকতে হয়, অথবা সেনাবাহিনী বা সীমান্ত রক্ষা-বাহিনী বা মেরিন সদস্য হওয়ার কারণে পরিবারের খোঁজখবর রাখা সম্ভব হয় না ইত্যাদি, তবে তার জন্য বিয়ে করা অপছন্দনীয়।

- **হারাম-নিষিদ্ধ**। যে ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য নেই এবং স্ত্রীর হক যথাযথ ভাবে আদায় করতে পারবে না, এবং বিয়ের পরে যিনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা আছে - সেক্ষেত্রে। তার জন্য বিয়ে করা হারাম।

৫। বিবাহ কি ইবাদাত?

- বিবাহ এক ধরণের ইবাদাত। বিবাহ করলে আল্লাহ তাআলা খুশি হন এবং এ কারণে সওয়াব প্রদান করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, বিবাহ সরাসরি ইবাদাত নয়, একটি জাগতিক বিষয়। বিবাহ করার কারণে আল্লাহ সওয়াব দেবেন না।

তথ্যসূত্র:

১। সূরা নিসা, আয়াত-১
২। সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫০৫৬ ও সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৪৬৯।
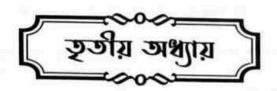
## প্রকৃত গুণের সন্ধানে

বাগদান সম্পর্কিত নীতিমালা

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

**"আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত রমনীদের বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না।"[১]**

বাগদান / এঙ্গেজমেন্ট (খিতবাহ) এবং বিবাহের প্রস্তাব

১। শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বাগদান কী?

- আরবী শব্দ খিতবাহ মানে হল বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া, বিয়ের কথা পাকা করা বা বাগদান।
- খিতবাহ বা প্রস্তাব হল, নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে মেয়েকে বিবাহ করার ব্যাপারে তার অভিভাবককে প্রস্তাব দেওয়া। আর বাগদান হল বিয়ের কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলা।

- বাগদান হতে হবে সর্বদা বরের পক্ষ হতে। বিয়ের প্রস্তাব ছেলে বা মেয়ে উভয় পক্ষ থেকে হতে পারে।

**২। বাগদানের শারয়ী অবস্থান**

- এটা কুরআনুল কারীম এবং নবীজি (সাঃ) এর সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।

**৩। বাগদানের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা**

- একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়া।
- উভয় পক্ষকে সার্বিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখার সুযোগ।
- ভবিষ্যত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সীমানুযায়ী একে অপরকে দেখে নেওয়া। এতে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

**৪। বাগদানের বিভিন্ন প্রকার**

- সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রস্তাব – যার সাথে বাগদান হতে যাচ্ছে তার নাম উল্লেখ করে প্রস্তাব দেওয়া।
- পরোক্ষ প্রস্তাব। আর তা হল সরাসরি প্রস্তাব না দিয়ে পরোক্ষভাবে দেওয়া। যেমন- চকলেট, মিষ্টান্ন ইত্যাদি নিদর্শন পাঠানোর মাধ্যমে। বিধবা বা বিপত্নীকদের ক্ষেত্রে এভাবে প্রস্তাব পাঠানো হয়।

**৫। বাগদানের কার্যকারীতা ও ফলাফল**

- এটি কি কোন বৈবাহিক চুক্তি? এটা বিবাহের চুক্তি নয় বরং বিবাহের কথা (পাকা করা) দেওয়া।
- বাগদানের মাধ্যমে দুই পক্ষের কোন সদস্য মাহরাম বিবেচিত হবে না।
- বাগদানের মাধ্যমে যেহেতু মাহরাম সাব্যস্ত হয় না। তাই নারীরা পূর্ণ পর্দা করবে।

- উভয় পক্ষের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করার অনুমোদন রয়েছে।
- বাগদানের পরে ছেলে বা মেয়ে প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়ার ইখতিয়ার রাখে।
- বাগদান হয়ে গেলে নতুন করে কেউ প্রস্তাব দিতে পারবে না। যতক্ষণ না উভয় পক্ষ বা একপক্ষ বাগদান বাতিল করে দেয়।

**৬। যে ধরণের বৈবাহিক প্রস্তাব শরিয়াতে নিষিদ্ধ**

- বিবাহিত নারীকে প্রস্তাব দেওয়া। যতক্ষন পর্যন্ত একটি যুগল বিবাহের চুক্তির অধীনে থাকে, এটা চূড়ান্তভাবে হারাম।
- কোন নারীর তালাকে রাজঈর ইদ্দতের সময়ে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। এটাও চূড়ান্তভাবে হারাম। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহিলাটি বিবাহিত হিসেবে বিবেচিত হবে।
- একজন মহিলাকে অন্য কারো প্রস্তাবের উপরে নতুন করে প্রস্তাব দেওয়া যাবে না।
- যদি একজন নারীর কাছে কোন প্রস্তাব আসে এবং সে বলে যে, সে ভেবে দেখবে (অর্থাৎ প্রস্তাব এখনও গৃহিত হয়নি) তাহলে এই সময়ে নতুন করে কেউ প্রস্তাব দিতে পারবে। কিন্তু, পূর্বের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে থাকলে নতুন করে তাকে আর প্রস্তাব দেওয়া বৈধ হবে না।

**কনের বৈবাহিক বৈধতার শর্তসমূহঃ**

- শারয়ীভাবে নিষিদ্ধ জিনিস থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন- মাহরাম হওয়া। কেননা মাহরামের সাথে বিয়ে বৈধ হবে না।
- কারো অধীনস্ত স্ত্রী না হওয়া।
- ইদ্দত পালনাবস্থায় না থাকা।

## হবু স্বামী-স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। কাঙ্খিত কনের গুনাবলি

নবীজি (সাঃ) বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،

وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

**"নারীদেরকে চারটি জিনিসের দেখে বিয়ে করা হয়।**
**১. সম্পদ, ২. বংশ-বুনিয়াদ, ৩. সৌন্দর্য এবং ৪. দ্বীনদারিত্ব।**
**অতএব দ্বীনদারকেই অগ্রাধিকার দাও।"**[২]

উল্লেখ্য, মেয়ের দ্বীনদারিত্ব ও ধার্মিকতার পাশাপাশি অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন- বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য, সম্পদ দেখা দোষণীয় কিছুই নয়। তবে সবসময় দ্বীনদারিত্ব ও ধার্মিকতাকে প্রাধাণ্য দিতে হবে।

**কনের বাঞ্চনীয় গুণাবলিঃ**

১। ধার্মিক ও উত্তম আখলাকের অধিকারিণী হওয়া।

২। সন্তান ধারণে সক্ষম এবং প্রেমময়ী হওয়া।

৩। কুমারী হওয়া।

৪। অল্পে তুষ্ট। দুনিয়া নয়, আখিরাতকে প্রাধান্য দানকারিণী হওয়া।

৫। বংশমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া।

৬। সৌন্দর্য। তবে এটা আপেক্ষিক বিষয়; আপনার কাছে যা অসুন্দর, তা অন্য কারো কাছে সুন্দর হতে পারে।

৭। স্বামী থেকে স্ত্রী কম বয়সী হওয়া উত্তম।

৮। সাধ্যের মধ্যে সহজ মোহরে সন্তুষ্ট থাকা।

**কাঙ্খিত বরের গুনাবলিঃ**

নবীজি (সাঃ) ইরশাদ করেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ،

إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

**"তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহা অরাজকতা সৃষ্টি হবে।"[৩]**

সুতরাং পাত্রকে অবশ্যই ধার্মিক হতে হবে। আপনার মেয়েকে এমন কারো সাথে বিয়ে দিন যে প্রকৃতই আল্লাহকে ভয় করে। কারণ, সে আপনার মেয়েকে ভালোবেসে রাণীর মতো করে রাখবে। আর যদি কোনো কারণে অপছন্দও করে, তারপরও জুলুম করবে না।

**স্বামী বা স্ত্রী নির্ধারণঃ**

১। আত্মীয় নাকী অনাত্মীয় অগ্রাধিকার পাবে?

বিবাহের ক্ষেত্রে আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো ব্যাপার নয়। সে দিকেও লক্ষ্য রাখারও তেমন প্রয়োজন নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল দ্বীনদারি-ত্ব। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ নবীজি (সাঃ)। তিনি আত্মীয় এবং অনাত্মীয় উভয়কে বিবাহ করেছেন। যেমন, তিনি তাঁর ফুফাত বোন যাইনাব (রাঃ) কে বিয়ে করেছেন অনুরূপভাবে অনাত্মীয়কেও বিয়ে করেছেন।

**তবে আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে করার কিছু সুফল রয়েছে –**

- আত্মীয়তার বন্ধন বৃদ্ধি হয়।
- অল্প বয়সেই বিয়ে করার সুযোগ থাকে।
- এই বিয়ে নিজেদের মধ্যে হওয়ায় চাপমুক্ত থাকা যায়।
- সম্পদ পরিবারের সদস্যদের ভেতরেই থাকে।

## ২। পারিবারিক বিবাহ কি অনুমোদিত?

হ্যাঁ , এবং এটি দুইভাবে হতে পারে -

- বিয়ে দেওয়া এবং বাসর হওয়া।
- নাবালেগ অবস্থায় বিয়ে দেওয়া; বাসর না হওয়া।

## ৩। তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাগদান বা বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া:

আপনি অন্য কাউকে আপনার জীবন সঙ্গী খোঁজার দায়িত্ব দিতে পারেন, এটা অনুমদিত। আপনি কেমন জীবনসঙ্গী চান তার বিস্তারিত বিবরণ তাকে জানিয়ে দিবেন।

**৪। ডেটিং বা গোপন অভিসারে যাওয়ার বিধান :** ডেটিং বা গোপন অভিসারে যাওয়া হারাম। ইসলাম এ ধরণের কর্মকান্ড অনুমোদন করে না। তা হারাম হওয়ার কারণ সমূহ :

- গাইরে মাহরামের সাথে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়।
- এটা অন্যান্য হারাম কাজ, যেমন- স্পর্শ, চুমু, একে অপরের কাছাকাছি আসা ইত্যাদির দিকে ধাবিত করে।
- অজানা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, যা ইন্দ্রজালের মত আটকে দেয়।
- বিয়ের আগেই আবেগ, অনুরাগ ইত্যাদিকে শেষ করে দেয়।
- এটি সমাজে ধ্বংস বয়ে আনে।

## ৫। বিবাহে বিভিন্ন রকমের আয়োজন করার বিধান

বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের আয়োজন করা বৈধ, যতক্ষন না তা ইসলামী নীতিমালা লঙ্ঘন করে। তবে বিবাহ উপলক্ষ্যে এসব আয়োজন না করাই ভালো। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন **'সে বিবাহ বরকতময় যাতে সবচেয়ে কম খরচ হয়'**।[৪]

### ৬। বাগদানের আংটি

- পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম। তাই তাদের বাগদানের আংটি পরিধান করার কোনো প্রশ্নই আসে না।
- নারীর জন্য স্বর্ণ বৈধ। তবে বাগদানের আংটি ইসলামে অনুমোদিত নয়। এটি সুস্পষ্ট বিদআত। তাই উভয়ের জন্য বাগদানের আংটি বৈধ নয়।

## বিয়ের কনে নির্ধারণের পদ্ধতিঃ

### ১। পরিবারের নারী সদস্যদের ভূমিকা

- এ ব্যাপারে পরিবারের নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেওয়া ভালো। কেননা নারীরা একে অপরের চেনা-জানা হয়ে থাকে। তাছাড়া তারা এ ধরণের দায়িত্ব পেতে পছন্দ করে।

### ২। একজন নারীর কাছে সরাসরি প্রস্তাব দেয়া কি অনুমোদিত?

নারীর কাছে সরাসরি প্রস্তাব দেওয়া বৈধ। তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শারিআতে কোন প্রমাণ নেই। তবে এ ধরণের প্রস্তাবে মার্জিত ও ভদ্রোচিত হওয়া কাম্য।

## বর নির্ধারণের পদ্ধতি

### ১। হবু স্বামী নির্ধারণের ব্যাপারে নারীর অধিকার –

- কোন মেয়ে যদি কাউকে বিয়ের জন্য পছন্দ করে তাহলে তা তার বাবাকে জানানোর ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে। যাতে তার বাবা সেই পুরুষের মতামত জেনে নিতে পারে।
- অথচ আমাদের সমাজে এটিকে খারাপ চোখে দেখা হয়।

২। নিজ পরিবারের কোনো নারীর জন্য কোন ধার্মিক ব্যক্তির কাছে প্রস্তাব দেওয়া বিধান -

- কারো যদি মেয়ে থাকে বা কোনো পরিবারে যদি মেয়ে থাকে তবে সেই মেয়ের পিতা বা পরিবারের সদস্য যে কোনো পাত্রকে নিজ থেকে প্রস্তাব দিতে পারে। তার মেয়েকে সে বিয়ে করতে আগ্রহী কি না তা জানতে পারে। শারীআতে এটি অনুমোদিত।

এর প্রমাণ হচ্ছে, উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এবং তার মেয়ে হাফসা (রাঃ)।

উমর (রাঃ) উসমান (রাঃ) - এর নিকটে তার মেয়ে হাফসা (রাঃ) - কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে উসমান (রাঃ) সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন। এবার উমার (রাঃ), আবু বকর (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনিও সে প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে নিরব থাকেন। এরপর নবীজি (সাঃ) হাফসার (রাঃ) - কে বিয়ের প্রস্তাব দিলে উমার (রাঃ) রাজি হন। আবু বকর (রাঃ) তখন উমর (রাঃ) কে বলছিলেন, আমি শুনেছিলাম যে, নবীজি (সাঃ) হাফসা (রাঃ) - কে বিয়ে করতে চান। এ কারণেই আমি আপনার প্রস্তাবে হ্যাঁ বলিনি।[৫]

৩। কোন পুরুষকে সরাসরি প্রস্তাব দেয়া -

কোনো মেয়ে যদি কোনো দ্বীনদার ছেলেকে পছন্দ করে তবে তাকে প্রস্তাব দিতে পারে। শারীআতে এটি অনুমোদিত। তবে তাদের বিয়েতে মেয়ে পক্ষের অভিভাবকের অনুমতি থাকতে হবে। কেননা মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। তবে এ ধরণের প্রস্তাবে মার্জিত ও ভদ্রোচিত হওয়া একান্ত কাম্য। যাতে ফিতনার দুয়ার খুলে না যায়।

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও তাকানো -

১। দৃষ্টি সংযত করার বিধানঃ

- দৃষ্টি নিচু করতে হবে, চোখে চোখ রাখা যাবে না।
- যদি আপনার দৃষ্টি নিচু না করেন, তাহলে এটা হারামের দিকে ধাবিত করবে।

- দৃষ্টি থেকে শুরু, এরপর আসক্তি এবং এভাবে মানুষ চূড়ান্ত পাপের পথে এগিয়ে যায়।

- নবীজি (সাঃ) আলী (রাঃ) - কে বলেন, "হে আলী! একবার কোন **পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথম দৃষ্টিই ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয়বার দেখা নয়।**"[৬]

- এই বিধান নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অর্থ্যাৎ পুরুষদের-কে দেখা মেয়েদের জন্য হারাম, মেয়েদেরকে দেখা পুরুষদের জন্য হারাম।[৭]

**২। নারীর সামনে গাইরে মাহরাম পুরুষের আওরাহঃ**

- নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত।

**৩। পুরুষের সামনে গাইরে মাহরামের নারীর আওরাহ**

- পুরো শরীর

**৪। একই লিঙ্গভূক্ত সদস্যদের সামনে আওরাহ**

- পুরুষ। একজন পুরুষের জন্য অন্য পুরুষের কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত আওরাহ।

- নারী। একজন নারীর জন্য অন্য নারীর চেহারা, দুই হাতের কব্জি, দুই বাহু, দুই পা ইত্যাদি আওরাহ।

**৫। অমুসলিম মহিলার সামনে মুসলিম নারীর আওরাহঃ**

- কোন কোন আলিম বলেছেন, কোন অমুসলিম নারীর সাথে একই বি-শ্রামাগার বা ওয়াশরুমে একজন মুসলিম নারীর অবস্থান করা উচিত নয়; কারণ অমুসলিম নারীরা মুসলিম নারীদের সম্পর্কে অন্যদের কাছে বলে বেড়াতে পারে। তাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের বর্ণনা দিতে পারে।

- আর কোন আলিম বলেছেন, মুসলিম নারীরা অমুসলিম মহিলার সামনে হিজাব খুলতে পারে, যদি সে বিশ্বাসযোগ্য হয়।

- শারীআতের বিধান ও সামাজিক প্রথাগত বিধান হচ্ছে - নারী নিজেকে ঢেকে রাখবে, শালীনতা বজায় রেখে চলবে এবং এমন চরিত্র লালন করবে যা তাকে ফিতনা ও সন্দেহ-সংশয়ের উৎস থেকে দূরে রাখবে। কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ করে কোন নারী অপর নারীর সামনে তার দেহের ততটুকু অংশ খোলা রাখতে পারবে যতটুকু মাহরামদের সামনে খোলা রাখতে পারবে।

**৬। শিশুদের সামনে নারীর আওরাহঃ**

- যতদিন পর্যন্ত শিশুদের আওরাহ সম্পর্কে জ্ঞান হবে না, ততদিন পর্যন্ত তাদের সামনে নারীর আওরাহ হল মুসলিম নারীদের সামনে তাদের আওরাহর মত।
- কিন্তু শিশুদের যদি আওরা সম্পর্কে জ্ঞান হয়ে যায়, তখন আর এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

**৮। পর্দায় অব্যাহতি বা ছাড় কখন?**

- সেই পুরুষদের সামনে যাদের মধ্যে কোন যৌনাকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই।
- বৃদ্ধাবস্থায় যৌবনের জৌলুশ হারিয়ে গেলে ।

## পর্দার বিধান

**يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا**

**"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগনকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের উপর) টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবেনা। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**[৮]

## ১। পর্দা কী?

- সাধারণ অর্থে পর্দা হল - শরীর আবৃত রাখা এবং গাইরে মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে নারীদের শরীর ঢেকে রাখা।
- পর্দার প্রকৃত সংজ্ঞা হল, শারয়ী আইনগত কিছু নিয়ম কানুন এবং আদব -কায়দার সমাহার যা নিকট সম্পর্কীয় নয় বা গাইরে মাহরাম এমন নারী এবং পুরুষের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ করে।

## ২। পর্দা কি শুধু ইসলামের বিধান?

পর্দার বিধান শুধু ইসলামে নয় বরং অন্যান্য ধর্মেও পর্দার বিধান রয়েছে।

- ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যেও পর্দার প্রচলন আছে, শুধু পদ্ধতিটা ভিন্ন ।
- ওমিশ সম্প্রদায়ের মধ্যেও পর্দার প্রচলন রয়েছে।[৯]

## ৩। পর্দার প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ্ কুরআনুল হাকিমে নারীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

**"হে নারীগণ! তোমরা তোমাদের ঘরের (বাড়ীর চতুর্সীমানার) ভিতর অবস্থান কর এবং বাইরে বের হয়োনা – যেমন ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগের মেয়েরা বের হত।"[১০]**

- পর্দা একজন মুমিন এবং কাফির নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে।
- পর্দা আত্মাকে পবিত্র রাখে।
- বস্তুত নারীদের জন্য বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়া অমূলক।

- পর্দার বিধান দেওয়ার কারণ হল, নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাদের কোনরকম ক্ষতি করা উদ্দেশ্য নয়। পর্দা একজন মুসলিম নারীকে অমুসলিম নারীদের থেকে আলাদা করে এবং সম্ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে।
- পর্দা শালীনতার প্রতীক।

**৪। পর্দার বিধানের দলিল-প্রমাণ**

কুরআনুল কারীমের সূরা আহযাব, সূরা নূর এবং রাসূল (সাঃ) এর সুপ্রসিদ্ধ হাদিস।

**৫। পোশাকের ক্ষেত্রে শারয়ী বিধান**

- পুরো শরীর ঢাকতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক স্বকীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী পোশাকের ভিন্নতা অনুমোদিত।
- পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে।
- যেকোন রং এর হতে পারে, তবে এমন কোন উজ্জ্বল রঙের হবে না যা মানুষকে আকর্ষন করে।
- নারীদের পায়ের পাতা পর্দার অংশ।

**৬। নিকাবের বিধান**

- এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত আছে।
- একদল আলিম বলেছেন যে, যদি মেয়েরা মুখ খোলা রাখে, তা নাজায়েজ নয়। মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছা করলে খোলা রাখতে পারে।
- আরেক দল আলিম বলেছেন, মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব, খোলা রাখা জায়েজ নয়।

- তবে উভয় দল এ ব্যাপারে একমত যে, মুখ খোলা রাখলে যদি ফিতনার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। কারণ, মুখ খুলে রাখার জন্য যদি ফিতনা হয়, তাহলে এই ফিতনার দায়--দায়িত্ব যিনি মুখ খোলা রেখেছেন তাকেই বহন করতে হবে।
- নারীদের মুখমণ্ডলই মূলত সৌন্দর্যের মূল বিষয়। এর মাধ্যমেই সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং মানুষ ফিতনায় পড়ে।
- তাই এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত হল, মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এটিই শক্তিশালী মত।

### ৭। পর্দার জন্য নির্ধারিত বয়স

- ১০ বছর বয়স থেকে পর্দা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- বালেগা হলে পর্দা করা বাধ্যতামূলক।

### ৮। পুরুষের পোশাকের বিধান

- শালীন বা মার্জিত হতে হবে।
- কাপড় টাখনুর উপরে হতে হবে।
- পুরো সতর ঢাকতে হবে।
- খাটো বা আটসাঁট হতে পারবে না। স্থানীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী মাথা ঢাকতে পারবে।
- লোক দেখানোর পোশাক পরিধান করা যাবে না।
- রেশম এবং স্বর্ণ পরিহার করতে হবে।
- হলুদ, লাল এবং জাফরান রঙের পোশাক পরিধান না করা।
- নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না। তবে এ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।
- দাঁড়ি রাখতে হবে।

## বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া

### ১। শারয়ী বিধান

- বিবাহ করার পূর্বে কনেকে দেখে মুস্তাহাব-ভালো। এ ব্যাপারে নবীজি ﷺ জোড়ালো নির্দেশ প্রদান করেছেন। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) জনৈক মেয়েকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বিষয়টি নবীজি ﷺ -কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, "তুমি কি তাকে দেখেছো?" তিনি বলেন, "না।" তিনি ﷺ বললেন, "তুমি তাকে দেখে এসো। কারণ- এ দেখাটা তোমাদের মাঝে সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশ উপযোগী হবে।" ফলে তিনি মেয়েটিকে দেখার জন্য যান। অতঃপর তিনি তাকে দেখেন এবং তাকে বিবাহ করেন। এরপর তিনি উল্লেখ করেন এ জন্য তাদের দাম্পত্য-জীবন কতটা সুখী হয়েছিল।[১১]
- অধিকাংশ আলিম বিয়ের আগে হবু স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে দেখে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

### ২। দেখার অনুমোদিত পদ্ধতি এবং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা

- বিয়ের আগে শারীরিকভাবে একে অপরকে দেখে নেওয়াতে হৃদয়ে ভালোবাসার সঞ্চার হয়।
- কনের হাত এবং চেহারা দেখা অনুমোদিত।
- কনে বরপক্ষের নারীদেরকে সীমার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সৌন্দর্য দেখাতে পারবে।

### ৩। কনে দেখার উপযুক্ত সময়

- কথা পাকাপাকি করার আগে দেখে নিতে হবে।
- তা নির্ভেজাল এবং নেক উদ্দেশ্যে হতে হবে।
- মেয়েটি বিবাহিত কি না তা আগে জেনে নিতে হবে।

### ৪। অনুমোদনের শর্ত

- বিয়ের নির্ভেজাল এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিয়ে দেখতে হবে।

৫। কার্যপ্রণালী

- উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হলে (বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখার ক্ষেত্রে) কনের অনুমতি নিতে হবে না।
- কোন কোন আলিম বলেছেন, তার অনুমতি নিতে হবে।
- আবার কেউ কেউ বলেছেন আগে প্রস্তাব পাঠাতে হবে এরপর মেয়ে দেখতে হবে।

৬। কতটুকু দেখতে পারবে?

- অধিকাংশ আলিম বলেছেন, মেয়ের শুধুমাত্র হাত এবং চেহারা দেখতে পারবে।
- ছেলের পরিবারের বা ছেলের বন্ধুর পরিবারের নারী সদস্যরা মেয়েটিকে পূর্ণরূপে যাচাই করে দেখতে পারবে।
- ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, "পা দেখার অনুমতি রয়েছে।"
- ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, 'ঘরের প্রতিদিনের কাজে সচরাচর যা প্রকাশিত হয় তা দেখা যাবে।"
- ঈমাম ইবনু হাজম (রহ) বলেন, "সবকিছুই দেখা যাবে।"

৭। অনুমোদিত সময়ের পরিমান

- স্থানীয় রীতিনীতি অনুযায়ী হতে পারে।
- অবশ্যই তা যুক্তিসংগত হতে হবে। (ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে নয়)

৮। কতবার দেখতে পারবে?

- নির্দিষ্ট করা হয়নি।
- বিয়ের প্রস্তাবের পূর্বে যতবার দেখলে ছেলের ধারণা পরিষ্কার হয় ততবার দেখতে পারবে।

**কনে দেখায় আপত্তিকর বিষয়সমূহ**

১। গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা।

২। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখা (ওয়েবক্যাম)। এটি খুবই বিতর্কিত ও বিপজ্জনক। কারণ, কনের জানার উপায় থাকে না যে, কে তাকে দেখছে। আর এভাবে মাহরাম ব্যতিত একান্তে দেখা অনুমোদিত নয়।

৩। মাহরাম ব্যতীত একাকী দেখা করা।

৪। জনসম্মুখে মাহরাম ব্যতীত দুজন একাকী দেখা করা।

৫। কনের অগোচরে তাকে দেখে নেয়া । এভাবে দেখা অনুমোদিত ও বৈধ।

## রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর বাগদান

**১। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রাঃ)**

- তিনি নবীজি (সাঃ) - এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন।
- মুহাম্মদ (সাঃ) আয়িশা (রাঃ) - কে প্রাথমিক তিন কারণে বিয়ে করেন।
- **প্রথম কারণ :** আবু বকর (রাঃ) – এর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আত্মীয়তার মজবুত বাঁধনে পর্যবেশিত করে রাখা।
- **দ্বিতীয় কারণ :** আয়িশা (রাঃ) - কে ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষা এবং এমনভাবে তাকে প্রস্তুত করা যাতে তিনি ইসলামের বিধিবিধান; বিশেষ করে নারীদের একান্ত বিষয়াদি সংরক্ষণ করতে পারেন।
- রাসুল (সাঃ) - এর জীবন-চরিত ও ইতিহাস এবং আল-কুরআনের আয়াত নাজিলের কারণ, প্রেক্ষাপট ও তার সঠিক ব্যাখ্যা মানুষকে শিক্ষাদান করতে পারেন। তাকে সেভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল যাতে তিনি তার সম্পূর্ণ সক্ষমতাকে ইসলামের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।
- **তৃতীয় কারণ :** আয়িশা (রাঃ) - কে বিয়ে করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা যা ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নবীজি (সাঃ) এই বিয়ে

সম্পর্কে যা বলেছিলেন তিনি তা এভাবে বর্ণনা করেন – তিনি (সাঃ) বলেন -"তোমাকে বিয়ে করার আগে আমাকে দুইবার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। আমি দেখেছি একজন ফিরিশতা তোমাকে এক টুকরো রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম - আপনি নিকাব উন্মোচন করুন! যখন তিনি নিকাব উন্মোচন করলেন, দেখতে পেলাম যে ঐ মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম – এটা যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা অবশ্য বাস্তবায়ন করবেন। তারপর আবার আমাকে দেখানো হলো যে, একজন ফিরিশতা তোমাকে এক টুকরো রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছেন। আমি বললাম, আপনি নিকাব উন্মোচন করুন! যখন তিনি নিকাব উন্মোচন করলেন, দেখতে পেলাম ঐ মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম – এটা যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা অবশ্য বাস্তবায়ন করবেন।[১২]

## ২। উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রাঃ)

- হাফসা (রাঃ) বিধবা ছিলেন। উমর (রাঃ) উসমান (রাঃ) - এর নিকটে তার মেয়ে হাফসা (রাঃ) - কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে উসমান (রাঃ) নাকচ করে দেন। এবার উমার (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) - এর নিকট গেলে তিনিও প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে নিরব থাকেন। এরপর নবীজি (সাঃ) হাফসা (রাঃ) - এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিলে উমার (রাঃ) রাজি হন। আবু বকর (রাঃ) তখন উমর (রাঃ) - কে বলেন, আমি শুনেছিলাম যে, নবীজি (সাঃ) হাফসা (রাঃ) - কে বিয়ে করতে চান। এ কারণেই আমি আপনার প্রস্তাবে হ্যাঁ বলিনি।[১৩]

## ৩। উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালামা (রাঃ)

- তিনি হলেন হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়্যা। তার বিয়ে হয়েছিল আবু সালামা (রাঃ) এর সাথে। কিন্তু, তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। উম্মু সালামা (রাঃ) জানান যে, তিনি বৃদ্ধা, অনেক সন্তান এর জননী এবং খুব আত্ম-অভিমানী একজন মহিলা। নবীজি (সাঃ) বলেন, আমি তোমার তুলনায় বেশি বয়স্ক, তোমার সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব আমারও এবং আল্লাহর কাছে দুআ করব যেন তিনি তোমার আত্মাভিমান দূর করে দেন।[১৪]

৪। উম্মুল মুমুনিন উম্মু হাবিবা (রাঃ)

- তিনি হলেন রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান। তার বিয়ে হয়েছিল উবাইদুল্লাহ বিনতে জাহাশের সাথে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও হাবশায় হিজরতের পর উবাইদুল্লাহ ধর্মান্তরিত হয়ে যান। সেখানে গিয়ে হজরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) একটি দুঃস্বপ্ন দেখেন। তাতে তিনি উবাইদুল্লাহকে অত্যন্ত কুশ্রী চেহারায় দেখতে পান। পরদিন তিনি স্বামীর ধর্মান্তরিত হওয়ার খবর পান। তিনি স্বামীকে সতর্ক করেন এবং ইসলামে পুনঃদীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু সেই সৌভাগ্য আর উবাইদুল্লাহর হয়নি। তখনও উম্মে হাবিবা (রাঃ) হাবশায় অবস্থান করছেন। স্বামীর মৃত্যুর চার মাস না যেতেই তিনি আরেকটি স্বপ্ন দেখে রীতিমতো বিস্মিত বোধ করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, কোনো এক ব্যক্তি তাকে 'উম্মুল মুমিনিন' খেতাবে সম্বোধন করছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিজের জন্য কতটা গুরুত্ববহ ছিল তা বলাই বাহুল্য। তার সেই স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন ছিল না। মূলত তা ছিল একটি 'বুশরা' বা সুসংবাদ। এর কিছু দিন পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে হাবিবা (রাঃ) - কে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করে হাবশার শাসকের কাছে বার্তা পাঠালেন। এতে তিনি উম্মে হাবিবা (রাঃ) এর সম্মতি সাপেক্ষে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে তার আকদ সম্পাদন করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই পত্রের বাহক ছিল আমর ইবনে উমাইয়া দামরি (রাঃ)। নাজ্জাশি নিজ দাসী আবরাহকে উম্মে হাবিবা (রা.) এর কাছে পাঠিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ইচ্ছার কথা তাকে অবগত করেন। এতে উম্মে হাবিবা (রাঃ) সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন ওই দাসীর জন্য তিনি দোয়া করেন এবং নিজের হাতের আংটি, চুড়ি এবং পায়ের নূপুর খুলে তাকে উপহার দেন। উম্মু হাবিবা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর একমাত্র স্ত্রী যার সাথে বিয়ের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না।[১৫]

৫। উম্মুল মুমিনিন যাইনাব (রাঃ)

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিবাহের ওয়ালী ছিলেন। তিনি নবীজি (সাঃ) - এর অন্যান্য সকল স্ত্রীদের নিকট এ নিয়ে গর্ব করতেন যে, তাদের সকলের বিয়ের ওয়ালী ছিল তাদের নিজ নিজ পরিচত আত্মীয়-স্বজন, কিন্তু শুধুমাত্র তারই বিয়ের ওয়ালী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।[১৬]

## বাগদানের চুক্তি বাতিল করার বিধান

শারীয়াত বাগদানের চুক্তি বাতিল করার অনুমোদন দিয়েছে। কারণ, সবসময় আমাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে সবকিছুই হবে এমনটা নয়। তাই যার সাথে বাগদান হয়েছে তার কোনকিছু যদি অপছন্দনীয় হয় তবে তা বাতিল করতে পারে।

### ১। বাগদানের চুক্তি কি বাতিলযোগ্য?

- বাগদান হল বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য কথা দেওয়া।
- কেউ ইচ্ছা করলে বাগদানের চুক্তি বাতিল করতে পারে। এটা বা-তিলযোগ্য।
- যদিও এটা কোন স্থায়ী বন্ধন নয়, তবুও তা বজায় রাখার জোড়ালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- চুক্তি যদি বাতিল করতেই হয় তাহলে দেরি না করে যত দ্রুত সম্ভব বাতিল করে ফেলাই ভালো।
- বেশি দেরি হয়ে গেলে সম্পর্ক গাঢ় হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে যায় এবং বাতিল না করা পর্যন্ত কনে অন্য কারো প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
- অপরপক্ষকে কারণ দর্শানোর আবশ্যকতা নেই। তবে সবকিছুই সু-বিবেচনা প্রসূত হওয়া কাম্য।

### ২। বাগদানের উপহার

- সকল আলিমই একমত যে, যদি উপহারকে মোহর বা মোহরের কিছু অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং বাগদান বাতিল হয়ে যায় তাহলে তা ফেরত দিতে হবে।
- আর যদি মোহর হিসেব গৃহীত উপহার খরচ হয়ে যায় তাহলে পাত্র-পক্ষকে তার সমমূল্যের কোনকিছু ফেরত দিতে হবে।
- এক্ষেত্রে চুক্তিটি কে বাতিল করেছে তা বিবেচ্য নয়।
- আর যদি তা মোহর হিসেবে না দিয়ে সাধারণ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, তবে এ ক্ষেত্রে করণীয় কী তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে–

১। **হানাফি মাযহাব মতে,** প্রকৃত অবস্থাতেই তা ফেরত দিতে হবে। কিন্তু তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিছু করার নেই।

২। **মালিকি মাযহাব মতে,** বরপক্ষ যদি চুক্তি বাতিল করে তাহলে তার কিছুই ফিরে পাবে না। আর মেয়েপক্ষ যদি চুক্তি বাতিল করে তাহলে প্রকৃত শর্তেই তাদের সবকিছু ফেরত দিতে হবে। যদি এর কিছু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার বিনিময় দিতে হবে।

৩। **শাফেয়ী মাযহাব মতে,** উপহার যদি পূর্বের অবস্থাতেই থাকে তাহলে তা ফেরত দিতে হবে। আর যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার সমমূল্যের কিছু দিয়ে তার বিনিময় দিতে হবে।

৪। **হাম্বলি মাযহাব মতে,** কোন কিছুই ফেরতযোগ্য নয়। কারণ, এগুলো উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে।

**৩। সম্ভাব্য ক্ষতি এবং লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ**

- কোন কোন আলিম বলেছেন, এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- কেউ কেউ বলেছেন, এটি বিবাহের সদাকা হিসেবে বিবেচ্য হবে। তাই ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে না। আল্লাহই ভাল জানেন

তথ্যসূত্র:

১। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৩৫
২। সহীহুল বুখারি, ৫০৯০; সহীহ মুসলিম, 1408
৩। জামি তিরমিযী, ১০৮৪, হাদীসটি সহীহ
৪। সহীহুল জামি, ৩৩০০, হাদীসটি সহীহ
৫। সহীহুল বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ ৩৭১৫
৬। আবূদাউদ ২১৪৯, হাসান, আলবানী।
৭। নাইলুল আওত্বর ৬ষ্ঠ খন্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা।
৮। সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯ (এ বিষয়ে সূরা নূরের ৩০ এবং ৩১ নং আয়াতেও বলা হয়েছে।)
৯। অমিশ সম্প্রদায় - সুইস -জার্মান খৃস্টান সম্প্রদায়। তারা সাদাসিদে জীবন যাপন করে।
১০। সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩
১১। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮৬৬, হাদিসের মান সহিহ।
১২। সহিহুল বুখারী - ২৪১৮
১৩। সহীহুল বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ ৩৭১৫
১৪। মুসনাদে আহমদ, ১৬৩৪৪, হাদীসটি মুরসাল
১৫। "Great Women of Islam" - by Dar-us-Salam Publications
১৬। সূরা আল-আহযাব, আয়াতঃ ৩৭, তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ।

## ‘সোনার খাঁচায়’ - বিবাহের নিয়মকানুন

বিদায় হজ্জের ভাষণে নবীজি (সাঃ) বলেছেন,

“তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদেরকে হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের প্রাপ্য হক হ'ল এই যে, তারা তোমাদের বিছানা এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদেরকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা সেটা করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করবে যা গুরুতর হবে না। আর তোমাদের উপরে তাদের প্রাপ্য হক হ'ল উত্তমরূপে খাদ্য ও পরিধেয় প্রদান করা।”[১]

**বিবাহ চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ সমূহ -**

১। বর ও কনের স্পষ্টভাবে মৌখিক স্বীকারোক্তি।

২। চুক্তিকারী দুই পক্ষ বা বর এবং কনে।

৩। সাক্ষী।

৪। কনের অবিভাবক-ওয়ালী।

শারীআতের এই বিধানসমূহ এমন এক ভিত্তি বা দেওয়াল যা মাথার উপরের ছাদটাকে ধরে রাখে।

**প্রথম - স্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তি**

**১। স্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তি কী?** স্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তি হল,

- বরের সামনে কনের ওয়ালি বা তার প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ করবে। যাকে আরবীতে 'আল ইজাব' বলা হয়।
- বর তা গ্রহণ করবে। যাকে আরবীতে 'আল কবুল' বলা হয়।

**২। স্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান** – যে স্পষ্ট মৌখিক কথাগুলোর মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয় –

- জাওয়াযতু। অভিভাবক বলবে, আমি অমুককে বিয়ে দিলাম আর পাত্র বলবে আমি কবুল করলাম।
- আনকাহতু। অভিভাবক বলবে, আমি অমুককে বিয়ে দিলাম আর পাত্র বলবে আমি কবুল করলাম।

**অস্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হবে কি?**

**অস্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তি যেমন, আমি তার মালিক হলাম বা অভিভাবক বলবে আমি তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম, আমার জন্য সে বৈধ বা অভিভাবক বলবে আমি তোমার জন্য তাকে বৈধ করে দিলাম-এ জাতীয় অস্পষ্ট বাক্যের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হবে কি না তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।**

**হানাফী মাযহাব মতে হিবাহ, সাদকাহ, তামলীক, বায় ও শারা শব্দের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হবে। এ ছাড়া অন্য শব্দে বিবাহ সম্পন্ন হবে না।**

**মালিকী মাযহাব মতে, স্পষ্ট শব্দ ছাড়া শুধু হিবাহ শব্দের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হবে। তবে অবশ্যই মোহর উল্লেখ থাকতে হবে।**

**শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, স্পষ্ট বাক্য তথা নিকাহ ও জাওয়ায ব্যতীত অন্য কোনো শব্দে বিবাহ সম্পন্ন হবে না।**

যে শব্দগুলো নিয়ে মতভেদ আছে (চুক্তি হবে কি হবে না) -

- আল বায়ের- বিক্রি করা
- আল কিবা- উপহার
- আস সাদাকা- দান
- আল আদিয়াহ- উপঢৌকন

**মৌখিক স্বীকারোক্তির বিকল্প হিসেবে লিপি, অঙ্গভঙ্গি বা সাংকেতিক চিহ্নর মাধ্যমে বিবাহ করার বিধান -**

- উভয় পক্ষই উপস্থিত থাকলে এবং কথা বলতে সমর্থন জানালে লিপি, অঙ্গভঙ্গি বা সাংকেতিক চিহ্ন গ্রহণযোগ্য নয় এবং এভাবে বিবাহও সম্পন্ন হবে না।
- কোন ব্যক্তি কথা বলতে অক্ষম হলে তার জন্য এটা অনুমোদিত। তবে...
- এসবের মাধ্যমে তার বিবাহে সম্মতি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠবে এবং তা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।
- চুক্তিতে অবশ্যই 'আল ইজাব ও আল কবুল'- এর উপস্থিতি থাকতে হবে।
- উভয়পক্ষকে উপস্থিত থাকতে হবে বা উভয়পক্ষের সম্মতি ও সক্রিয়তা থাকতে হবে।

**৩। স্পষ্ট মৌখিক স্বীকৃতির শর্তসমূহ**

- **ভাষার ক্ষেত্রে শর্ত :**

ভাষার ক্ষেত্রে একদল আলিমের মত আল-ইজাব ও আল-কবুল অবশ্যই আরবীতে হতে হবে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হল, যে কোনো ভাষায় তা বৈধ।

তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি আরবি ভাষা বুঝতে না পারে তাহলে তার বোধগম্য যে কোন ভাষা ব্যবহার করা তার জন্য অনুমোদিত।

- **মাতৃভাষায় মেয়ের ওয়ালী এরকমভাবে বলতে পারে** - "আমি তোমাকে আমার মেয়ের সাথে বিবাহ দিলাম (যাওয়াযতুকা বিনতি) আর পাত্র বলবে আমি গ্রহণ করলাম (কাবিলতু)।

- **স্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে** বিয়ের ইচ্ছেটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে হবে। আর তা হল, অতীতের শব্দ ব্যবহার করতে হবে, বর্তমান বা ভবিষ্যতের শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ – অভিভাবক বলবে, আমি বিবাহ দিলাম আর পাত্র বলবে "আমি গ্রহণ করলাম"। কিন্তু যদি অভিভাবক বলে, আমি বিবাহ দিচ্ছি বা দেব আর পাত্র বলে আমি গ্রহণ করছি বা গ্রহণ করব, তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হবে না। এটা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হিসেবে গণ্য হবে। তবে কোন কোন আলিম বলেছেন যে, এতে সমস্যা নেই।

- আল ইজাব এবং আল কবুল একই বৈঠকে হতে হবে। এক বৈঠকে আল ইজাব অন্য বৈঠকে আল-কবুল হলে বিবাহ সম্পন্ন হবে না।

- আল ইজাব এবং আল কবুল মাঝে দীর্ঘ সময় নেওয়া যাবে না। বরং দ্রুত পরপর সম্পন্ন করতে হবে।

- আল ইজাব এবং আল কবুল এর মাঝে কিছুক্ষণ নিরব সময় পার করা যেতে পারে। কিছুক্ষণ 'কয়মিনিট' এ ব্যাপারে বিশেষ কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। এটা স্থানীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী হতে পারে।

- আল ইজাব এবং আল কবুল বিনিময় নির্বিঘ্ন এবং নির্ঝঞ্ঝাট হতে হবে।

- প্রস্তাব গৃহীত বা আল-কবুল না হওয়া পর্যন্ত আল-ইজাব জারি রাখতে হবে, ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। আল-ইজাবে যদি বিঘ্ন ঘটে এবং পরবর্তীতে অপরজন তা গ্রহণ করতে চায় তবে আবার নতুন করে আল-ইজাব সম্পন্ন করতে হবে।

- আল ইজাব এবং আল কবুল এর ক্ষেত্রে "ইন শা আল্লাহ" শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তা ভবিষ্যৎকাল বোঝায়। তবে যদি তা বরকত লাভের জন্য বলা হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

**শারীআহ বহির্ভূত বিভিন্ন বিবাহঃ**

- মুতআ বিবাহ বা অস্থায়ী বিবাহ হারাম।
- এটি ইসলামের প্রাথমিক সময়ে অনুমোদিত ছিল।
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুতআ বিবাহকে বৈধ মনে করতেন। পরবর্তীতে তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক হারাম হওয়ার বিষয়টি জানানো হলে তিনি মত প্রত্যাহার করেন।[২]
- জীবন বাঁচানোর তাগিদে যেমন শুকরের মাংস খাওয়া বৈধ, তেমনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এটির অনুমোদন ছিল।
- শুধু শিআদের মধ্যে এখনও এর প্রচলন রয়েছে।
- এটা নিষিদ্ধ। কারণ, এই রীতি বিবাহের মত জীবনব্যাপী কোন সম্পর্ক নয়।
- এটা যিনার-ই আরেকটি প্রকার।

**মনে তালাকের উদ্দেশ্য গোপন রেখে বিবাহ করা –**

- যদি কেউ এটা উল্লেখ করে যে, সে মাত্র দুই মাসের জন্য বিবাহ করছে।
- কাউকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছায় বিয়ে করা হারাম। অনুরূপভাবে মনে মনে সে নিয়াত রাখাও হারাম।
- তার সে অভিপ্রায়ের কথা কেউ যদি না জানতে পারে এবং সেভাবেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে বিবাহ হয়ে যাবে।
- কিন্তু তার এই অভিপ্রায় রাখা অবশ্যই হারাম কাজ।

**হিল্লা বিয়ে –**

- ইসলামী আইন হচ্ছে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে পরিপূর্ণ তালাক দিয়ে দেয় তবে সে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা হারাম। তবে তার যদি আবার কোথায় বিয়ে হয় এবং দ্বিতীয় স্বামীও তালাক

প্রদান করে তবে প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। অনেকেই প্রথম স্বামীর সাথে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিবাহ বৈধ করার জন্য তাকে কিছুদিনের জন্য সাময়িকভাবে বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাস করে। এই সাময়িক বিবাহকে হিল্লা বিবাহ বলা হয়।

- হিল্লা বিবাহ সম্পুর্ণরূপে হারাম। এর মাধ্যমে প্রথম স্বামীর সাথে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিবাহ বৈধ হবে না।
- এই বিবাহটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল। কারণ, সবাই জানে যে, তালাকের উদ্দেশেই তাকে বিয়ে করা হয়েছে।

**অন্যের সুবিধা করার জন্য বিবাহ -**

- যদি শারয়ী সকল শর্ত পূরন করে তবে তা বৈধ হবে; যদি না তালাকের জন্য কোন সময় উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়ঃ চুক্তিকারী দুই পক্ষ

বর এবং কনের ক্ষেত্রে -

১। দুই পক্ষের শর্তসমূহ

- বর এবং কনের সার্বিক তথ্য ও বিবরণ থাকা।
- নাম জানা, কে কাকে বিয়ে করছে।
- উভয়ের মাঝে শারয়ী যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা।
- বিবাহের চুক্তি বোঝার সামর্থ্য থাকতে হবে। আমরা চাইলেই দুই বছর বয়সী কারও বিয়ে দিতে পারি না। কেননা তার সে যোগ্যতা এখন হয়নি।
- বৈধ বিবাহের চুক্তির জন্য বয়সের সীমারেখা কত? ছেলে ও মেয়ের বিয়ের জন্য কোন বয়স নির্ধারণ করা হয়নি, এটা শর্তসিদ্ধ যেকোন বয়সেই হতে পারে।
- বালেগ হওয়ার পরে তাদের এ বিয়ে বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

- আল কবুল বা আল ইযাবের মৌখিক স্বীকৃতি  শুনার ও বোঝার যোগ্যতা থাকতে হবে।
- বিবাহের চুক্তির বৈধতায় প্রতিবন্ধক এমন কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া যাবে না।
- ইহরাম বাঁধা অবস্থায় না থাকা।
- পারস্পরিক সম্মতি।
- উভয় পক্ষই বিয়ের চুক্তির ব্যাপারে পুরোপুরি সম্মত থাকতে হবে।

২। কনের শর্তসমূহ

- তার নারী হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়া।
- এ ব্যাপারে ধরণের সংশয় থাকা চলবে না।
- বরের মাহরাম হওয়া যাবে না।

মাহরাম কারা?

ক। চিরস্থায়ী হারাম সম্পর্ক

রক্তের সম্পর্কের কারণেঃ

- পিতৃপুরুষ সম্পর্কীয়- মা, দাদি
- তার বংশধর- কন্যা, নাতনি
- বাবার বংশধর- বোন, ভাগ্নী
- দাদার প্রথম প্রজন্মের সন্তান – ফুফু

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেঃ

- তার পূর্বপুরুষের স্ত্রী

- তার বংশধরের স্ত্রী – পুত্রবধূ
- স্ত্রীর পূর্বপুরুষ সম্পর্কীয় – দাদী
- তার স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি

দুধ পান করার কারণেঃ

- উপরের সবগুলোই। দুধ পান করার কারণে সে তার দুধ মায়ের সন্তান হিসেবেই বিবেচিত হবে।
- দুধ পান করানোর সময়কাল জন্মের পরে প্রথম দুই বছরে হতে হবে। এরপর দুধ পান করলে তা দুধ-সম্পর্কীয় সন্তান গণ্য হবে না।
- পানকৃত দুধের পরিমাণ নিয়ে অর্থাৎ কত ঢোক পান করলে দুধসম্পর্ক সাব্যস্ত হবে তা নিয়ে আলিমগণ মতপার্থক্য করেছেন।
- আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, প্রথম দিকে ১০ ঢোক ঢোক পান করলে দুধ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে মত দেন। পরে ৫ ঢোক পান করার পক্ষে মত দেন।
- তবে ২ বছরের পরেও দুধপান করে সালিমের দুধসম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা ব্যতিক্রম। এটি তার জন্য খাস ছিল। আবু হুযাইফা (রাঃ) খুবই ঈর্ষান্বিত ছিলেন যে তার দাস সালিম তার বাড়ীতে মু-ক্তভাবে চলাফেরা করবে। আর স্ত্রী সাহলা চাইত সালিম তার বাসায় থাকুক। সাহলা ব্যাপারটি নবীজি (সাঃ)- কে অবহিত করলে নাবীজি (সাঃ) তাকে দুগ্ধ পান করাতে বললেন। নাবীজি (সাঃ) এর কথামত তিনি তা করলেন। সে সময় সালিম ছিল ১৩ বছর বয়সী যুবক।[৩]
- একই ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকলে, এক স্ত্রী যদি একটি মেয়েকে দুধ পান করায় এবং অন্য স্ত্রী অন্য একটি বালককে দুধ পান করায়- তাহলে সেই ছেলে এবং মেয়েটি বৈবাহিক সম্পর্কে জড়াতে পারবে না। এটা হারামই থাকবে।

খ। অস্থায়ীভাবে হারাম সম্পর্ক

- চূড়ান্ত তালাকের পর আবার তাকে বিয়ে করতে পারবে যদি সেই নারীর অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তালাক হয়।

- অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী
- বিবাহিত কিন্তু সহবাস হয়নি।
- বিবাহের পরে সহবাস হয়েছে এমন।
- তালাকের পরে ইদ্দত পালনরত নারী।
- আহলে কিতাব তথা ইহুদী, খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মবালম্বী নারী।
- শালিকা এবং স্ত্রীর খালা বা ফুফুগন।
- পঞ্চম বিবাহ করা বা পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করা। আপনি পঞ্চম বারের জন্য বিয়ে করতে পারবেন না। যদি না আপনি আপনার স্ত্রীদের মধ্যে কোন একজনকে তালাক দেন এবং তার ইদ্দতপূর্ণ হয়।
- কারো তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে হলে তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করার বিধান:

- আহলে কিতাব নারী কারা?
- আহলে কিতাব নারী হল, ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান মহিলা।
- অধিকাংশ ফকীহর মতে আহলে কিতাব নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ।
- উমার (রাঃ) এর মতে আহলে কিতাবগনকে বিয়ে করা ঠিক নয়।[৪]
- আল কুরআনে এসেছে, মুশরিকদের বিয়ে করবে না যতক্ষন না তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে।[৫] তাই মুশরিক নারীকে বিবাহ করা যাবে না।
- আহলে কিতাব নারীদেরকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে এটা নিশ্চিত হতে হবে যে সে সতী ও পবিত্র নারী, বহুচারিতা থেকে মুক্ত, পতিতা নয় বা যদিও তাঁর খারাপ অতীত থাকে তবে এর জন্য সে অনুতপ্ত এবং নিজেকে শুধরে নিয়েছে।
- মুসলিমদের কল্যাণ বিবেচনায় রাখতে হবে।
- এর পরিণতির ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।
- সেই আহলে কিতাব নারীকে মুসলিম হওয়া আবশ্যক নয়।

গ। বরের শর্তসমূহঃ

- সুনিশ্চিতভাবে পুরুষ হতে হবে।
- মুসলিম হতে হবে।
- মাহরাম হতে পারবে না।

নিষিদ্ধ বিবাহসমূহঃ

- একজন মুসলিম নারীর সাথে অমুসলিম পুরুষের বিবাহ।
- একজন মুসলিম পুরুষের সাথে আহলে কিতাব নয় এমন কাফির নারীর বিবাহ।
- কোন মুরতাদকে বিয়ে করা। তারা হতে পারে শাতিম, মুলহিদ, দ্বীনত্যাগী।
- ব্যভিচারীকে বিবাহ করা।

যে ধরণের বিবাহ শরীয়া সম্মত নয়ঃ

- বিনিময় বিবাহ। কোন মোহর ছাড়াই একজন মেয়েকে অন্য একজন মেয়ের বিনিময়ে বিয়ে দেওয়া।
- পূর্ব নির্ধারিত বিবাহ। এটি বৈধ চুক্তি। তবে বালেগ হওয়ার পরে চাইলে চুক্তি বাতিল করা যাবে।

তৃতীয়ঃ বিয়ের সাক্ষী

১। সাক্ষী রাখার শর্তের অন্তর্নিহিত হিকমাহ-প্রজ্ঞাঃ

- বিবাহের গুরুত্ব বোঝানো।
- ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন হারামে জড়ানো থেকে বাঁচানো।
- হালাল এবং হারাম বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা।
- বিবাহের প্রমাণ রাখা।

২। ফিকহি মত

- অধিকাংশের মতে শর্ত হল বিবাহের সাক্ষী থাকতে হবে।
- নবীজি (সাঃ) বিবাহের ঘোষনা দিয়েছেন। তাই জনসাধারণের সম্মুখে বিবাহের ব্যাপারটি প্রকাশ করতে হবে।
- বিবাহে দুইজন সাক্ষী না থাকলে তা বৈধ হবে না।

৩। সাক্ষ্যদানের সময়

- জমহুর-অধিকাংশ আলিমের মতে আল-ইজাব ও আল-কবুলের সময় সাক্ষী রাখতে হবে।
- মালিকি মাযহাবে আল-ইজাব ও আল-কবুলের সময় সাক্ষী রাখা শর্ত নয়।

৪। সাক্ষীর যোগ্যতাসমূহ

- মুসলিম হতে হবে।
- মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।
- বালেগ হতে হবে।
- দুইজন পুরুষকে সাক্ষী হতে হবে।
- আল-ইজাব ও আল-কবুল শোনার এবং উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

চতুর্থঃ কনের অভিভাবক-ওয়ালী

১। ওয়ালী কারা?

- এটা হল একটা আইনগত যোগ্যতা এবং সামর্থ্য যা একজনকে কারো বিবাহের ব্যাপারটি সম্পাদন করার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দেয়।
- কন্যা এবং পুত্রের জন্য তাদের পিতা হলেন ওয়ালী-অভিভাবক।

২। অভিভাবকত্বের প্রকার সমূহঃ

- ওয়ালীয়াহ ওয়ান্নাস - কোন পুরুষের উপর অভিভাবকত্ব। পিতা এবং তার পিতা (দাদা)।
- ওয়ালীয়াহ তু ইযবাব - যিনি কোন মেয়ের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অন্যকে অর্পন করতে পারেন।
- যিনি/যারা কোন মেয়ের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অন্যকে অর্পন করতে না পারলেও মেয়েটির পক্ষ থেকে কোন কিছু সম্পাদন করতে পারবেন।
- কারো সম্পত্তির উপরে অবিভাবকত্ব - বাবা, দাদা এবং বিচারক।
- অবিভাবকত্ব যা বর-কনে উভয়কে সমন্বয় করে।

৩। ফিকহি মতঃ

- অধিকাংশ আলিমের মতে ওয়ালী বিবাহের রুকন।
- অভিভাবকের নাম ছাড়া বিবাহের চুক্তি বৈধ হবে।
- কিছু আলিম বলেছেন, নারী নিজেই তার অভিভাবক হতে পারবে। তার কোন অভিভাকের প্রয়োজন হবে না। তবে শর্তে হচ্ছে, যাকে সে বিয়ে করতে চাচ্ছে শারয়ী ও অন্যান্য দিক দিয়ে সে তার যথাযথ মানানসই ও যোগ্য হবে। যদিও এটি গ্রহণযোগ্য মত নয়।

৪। অভিভাবকত্বের শর্ত

- শারয়ী যোগ্যতা।
- মুসলিম হতে হবে।
- পুরুষ হতে হবে। এটি অধিকাংশ আলিমের মত।
- বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।
- বিবেক-বুদ্ধিতে পরিপক্কতা হবে। সে কী করছে তা বোঝার সক্ষমতা থাকতে হবে।
- ইহরামরত হতে পারবে না।

৫। কনের আত্মীয়দের মধ্যে অভিভাবকত্বের ক্রমপর্যায়ঃ

- অভিভাবক হতে হবে উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী।
- পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়রাই এই কর্তৃত্ব পাবেন।
- তবে তাদের কেউই জীবিত না থাকলে ভিন্ন কথা।
- অভিভাবকত্বের ক্রমপর্যায় –

  ক। বাবা

  খ। দাদা
  গ। বালেগ পুত্র
  ঘ। ভাই

৬। ওয়ালির অনুপস্থিতে করণীয়ঃ

- অপেক্ষা করতে হবে।
- তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে হবে।
- যদি তার সাথে যোগাযোগ করা না যায় এবং তার উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনাও না থাকে, তাহলে এটা পরবর্তী ওয়ালির কর্তৃত্বে যাবে, ক্রমান্বয়ে তা সন্তানদের কাছে, এরপর ভাইদের কাছে এবং তারপরে চাচাদের কাছে যাবে।
- কোন কোন আলিম বলেছেন, চাচার ক্রমটি ভাইয়ের আগেই আসবে।
- পালক বাবা ওয়ালী হতে পারবে না। কারণ, মেয়েটি তার সম্পদের উত্তরাধিকারিণী নয়।
- কোন ওয়ালী বর্তমান না থাকলে শারয়ী ইমাম ওয়ালী হবেন।

কনের সম্মতির বিধান

১। কুমারী কনের সম্মতি

- সে অল্পবয়সী হলে তার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

- নিরবতা সম্মতি হিসেবে গৃহীত হবে।
- সে এটা তার ওয়ালীর উপরে ছেড়ে দিতে পারে।

২। কুমারী নয় এমন কনের সম্মতি

- তাকে অবশ্যই হ্যাঁ অথবা না বলতে হবে।
- এটা খুবই প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

৩। নাবালেগ কনেকে বিয়ে করাঃ

- এটা বৈধ।
- বালেগ হওয়ার পরে তারা এটা বাতিল করতে পারে।

অভিভাবকত্বের বিধান

১। অবিভাবকত্বে স্বেচ্ছাচারীতা বা অপপ্রয়োগঃ

- যেমন, কেউ তার নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে (সম্পদ বা অন্য কোন স্বার্থ) একের পর এক প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, মেয়ের বিয়ে দেয় না। এইটা ঠিক নয়।

২। অমুসলিম কনের অবিভাবক

- তার অমুসলিম অবিভাবক ওয়ালী হতে পারে।
- একজন মুসলিম কোন অমুসলিমের জন্য ওয়ালী হতে পারে না।

৩। মুসলিম মেয়ের অমুসলিম ওয়ালী

- এটা অনুমোদিত নয়। তার অবশ্যই একজন মুসলিম ওয়ালী থাকতে হবে।[৬]

৪। যার প্রকৃতপক্ষেই শারয়ী কোন ওয়ালি নেইঃ

- মুসলিম আমীর তার ওয়ালী হবেন।

বিবাহে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পন করা

১। দায়িত্ব অর্পণ বলতে কী বোঝায়?

- কোন মেয়ে বা ছেলের অনুমতিক্রমে তার দায়িত্ব পালন করা।
- জুমহুর আলিম বলেছেন, এটা বৈধ নয়।
- একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারবে।
- কনের পিতা নিজের পক্ষ থেকে তার ভাইকে বিয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতে পারে।

২। ফিকহি মত

- হানাফি মাযহাব মতে নারীকে কর্তৃত্ব অর্পণ অনুমোদিত।
- তবে অধিকাংশ আলিম বলেছেন নারীরা অনুমোদিত নয়।

৩। ভারপ্রাপ্ত ওয়ালীর শর্ত

- শারয়ী যোগ্যতা।
- মুসলিম হতে হবে।
- পুরুষ হতে হবে।
- বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।
- বিবেক-বুদ্ধিতে পরিপক্বতা থাকতে হবে। সে কী করছে তা বুঝতে হবে।
- ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হওয়া যাবে না।

৪। ভারপ্রাপ্ত ওয়ালী কর্তৃত্ব

- পূর্ণ কর্তৃত্ব - যেমন পিতা তার ছেলেকে তার বোনের সাথে কোন যোগ্য ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে।

দায়িত্ব অর্পণের এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিধান

- দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি বিবাহের প্রস্তাব নিজের জন্য নিতে পারে? হ্যাঁ, যদি মহিলাটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যরা বলেছেন যে, এটা বৈধ নয়। কারণ দায়িত্বের অপব্যবহার করা হয়।

- উভয় পক্ষের জন্য একই ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারে।

- প্রকৃত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি অন্য আরেকজনের কাছে দায়িত্ব অর্পন করতে পারে? না, এই কাজটি অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারে না।

- ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্বগুলো অন্য কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া বৈধ হবে না।

বিভিন্ন ধরণের বিবাহ যা শরীআসম্মত নয়ঃ

১। আয-জাওয়ায আল ওরফি

- গতানুগতিক বিবাহ।

- যদি তাতে শারীআত বিরোধী কোনো কিছু না থাকে তবে হারাম নয় কিন্তু মাকরূহ।

২। সহপাঠি বন্ধু বা বান্ধবীকে বিবাহ করা

- এটা কলেজ কিংবা ভার্সিটিগুলোতে হয়ে থাকে। বন্ধুদের মধ্যে একজন ওয়ালী হয় আরেকজন ইমাম হয়। এরপর তারা একে অপরকে বিয়ে করে নেয়।

- এটা বিবাহের বৈধ চুক্তি হতে পারে না।

- এটা যিনারই একটা রূপ।

৩। সাধারণ আইনে বিবাহ

- যেমন একজন ছেলে ও মেয়ে ৬ মাসের জন্য একসাথে থাকল।

- এটা সুস্পষ্ট যিনা।

দ্বিতীয় অংশ

বিবাহ চুক্তির জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি –

১। মোহর
২। বর এবং কনে পরস্পরের উপযুক্ত হওয়া।

প্রথমতঃ মোহরের বিধান

১। মোহর কী?

- মোহর বোঝাতে কুরআনে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে :
  ক. মাহর, খ. সাদাক

- মোহর হচ্ছে বিবাহের বিনিময়। উভয়পক্ষের আলোচনা এবং সম্মতিতে মোহর নির্ধারিত হবে।

২। ফিকহি মত –

- বিবাহের চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য চুক্তির আগে মোহর নির্ধারণ করা পূর্বশর্ত বা অপরিহার্য বিষয় নয়;

- কিন্তু মোহর নির্ধারণ করা ছাড়াই বিবাহ হয়ে গেল পরে নির্ধারণ করে আদায় করা আবশ্যক।

- বিবাহের চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে পরস্পর সম্মত হলে মোহর ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ।

- যদি বিবাহ এবং বাসর হয় তাহলে অবশ্যই মোহর আদায় করতে হবে।

৪। মোহরের শর্ত

- মূল্য আছে এবং হারাম নয় এমন যে কোন সামগ্রী মোহর হতে হবে।

৫। মোহরের জন্য অনুমোদিত পরিমাণ

- মূল্য আছে এমন যেকোনো হালাল সম্পদ মোহরের জন্য অনুমোদিত। হোক বস্তুগত বা নৈতিক।

- মোহরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।
- মোহরের নিম্নসীমা নিয়ে আলিমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফিদের মতে ১০ দিরহাম, মালিকিদের মতে ৩ দিরহাম আর হাম্বালি ও শাফী'ঈদের মতে নিম্ন কোনো সীমা নেই। যা কিছু সম্পদ বলে বিবেচিত হয় তাই মোহর হিসেবে যথেষ্ট।
- যে কোন হালাল সামগ্রী মোহর হতে পারে।
- বস্তুগত নয় এমন কিছু মোহর হিসেবে দেওয়া যায়। যেমন – কুরআন শিক্ষা দেয়া, স্ত্রীর পক্ষ থেকে হজ্জ অথবা উমরাহ করার কথা দেওয়া ইত্যাদি।
- নবীজি (সাঃ) সর্বনিম্ন পরিমাণ হিসেবে বলেছেন, তা যত সহজ করা সম্ভব হয়। কারণ, বেশী ও কঠিন করতে গিয়ে যেন মোহরই উপে-ক্ষিত না হয়।
- মোহর এক ধরণের ঋণ। যদিও এ নিয়ে মতভেদ আছে। তাই স্বামীর কাঁধে তা ঋণ হিসেবে থেকে যাবে, যতক্ষণ না স্ত্রী ক্ষমা করে দেয়।
- নবীজি (সাঃ) – এর কোন কোন স্ত্রী মোহর হিসেবে সর্বোচ্চ প্রায় ৫০০ দিরহামের মত পেয়েছেন।
- এমনকি তাঁর (সাঃ) কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রেও তিনি ৫০০ দিরহামের বেশি নিতে চাননি।

৬। অত্যাধিক মোহর নির্ধারণ –

- মোহর হল একটি ঋণ যা পরিশোধ করা আবশ্যক। তাই কারো নিকট অত্যাধিক মোহর চাওয়া মানে হল তার উপর ভারী ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। এই কাজটি আমাদের করা উচিৎ নয়। মোহর যতটা সহজ করা যায় ততটাই কল্যাণ।

৭। কখন একজন নারী তার পুরো মোহর বুঝে নেবে?

- এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে
- সহবাসের ঠিক পূর্বে

- পরস্পররের একান্ত সময়ে।
- সহবাস নয় এমন শারীরিক অন্তরঙ্গতার সময়।
- মোহর ঋণ হিসেবেই থাকবে যদি বিয়ের পরে সহবাসের আগেই কোন পুরুষের মৃত্যু হয়।
- মোহর ঋণ হিসেবে থাকবে যদি মৃত্যুর বিছানাতেও কোন ব্যক্তি তালাক উচ্চারণ করে।

৮। প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ

- মাহরুল মিছল। আর তা হল, উভয় পক্ষ যদি মোহর নির্ধারণে একমত হতে না পারে, তাহলে তারা মেয়ের পরিবারের সমান সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন আত্মীয়দের মাঝে মোহরের প্রচলিত পরিমাণ কেমন ছিল, তদ্বনুযায়ী বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে।

৯। মোহর বিভাজন

- মোহরের কিছু অংশ পরিশোধ করা এবং কিছু অংশ পরে পরিশোধ করা। কনের সম্মতিতে এটা জায়েয।

দ্বিতীয়ঃ বর এবং কনের পরস্পরের উপযুক্ত হওয়া (আল কাফাআহ)

১। উপযুক্ত হবার সংজ্ঞা

- স্বামী স্ত্রীর মাঝে দ্বীন, বংশ ও স্বাধীন ও পেশায় উপযুক্ততা থাকা।
- বিবাহের স্থায়ীত্বের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে।

২। ফিকহি মত

- চার ইমামের মতে, সমতা ও উপযুক্ততা বৈবাহিক বন্ধন আবশ্যক হওয়ার শর্ত। তবে বিয়ে হয়ে গেলে বিয়ে শুদ্ধ হবে, বাতিল হয়ে যাবে না।
- এর দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে দেরি করা উচিত নয়- সলাত, জানাজা এবং সেই অবিবাহিত মেয়েকে বিয়ে করা যে বিয়ের জন্য মানানসই এবং উপযুক্ত।[৭]

৩। উপযুক্ততা তালাশ করার ব্যাপারে কর্তৃত্ব কার?

- একজন পাত্রী নিজেও পাত্রের উপযুক্ততা তালাশ এবং নির্ধারণ করতে পারবে।
- যদি তার অবিভাবক এ বিষয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তা উপযুক্ত বা মানানসই বলে গন্য হবে না। সেক্ষেত্রে মেয়ের পরিবারের বিয়ে আটকে দেয়ার অধিকার রয়েছে।

৪। কার উপযুক্ততা খোঁজা হয়, কনের না কি বরের?

- বরের উপযুক্ততা।
- পুরুষ যেকোন নারীকে বিয়ে করতে পারে।
- কিন্তু একজন নারী কেবল উপযুক্ত এবং মানানসই পুরুষকেই বিয়ে করতে পারে।

৫। উপযুক্ততা বা মানানসই হওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া বা আপস করা। এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক ধাপ রয়েছে।

- আস্থা
- দ্বীনদারিত্ব বা ধার্মিকতা।
- ঈমান
- ভাল আচরণ
- সতীত্ব
- বংশ মর্যাদা এবং মানবিকতা। বংশ এবং গোত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ
- সম্পদ
- পূর্ণতা। বুদ্ধিমান অথবা কম বুদ্ধিমান
- বয়স। বয়সের পার্থক্য খুব বেশি হওয়া উচিত নয়।
- স্বাধীন হওয়া। দাস না হওয়া।
- স্বাস্থ্যগত অবস্থা। তবে স্বামী যদি অক্ষম হয় আর স্ত্রী তা মেনে নিলে সমস্যা নেই।

তৃতীয় অংশ - বিবাহের চুক্তির পূর্বশর্ত

১। বৈধতার পূর্ব শর্ত

- কনে বরের মাহরাম হতে পারবে না।
- সাক্ষীর উপস্থিতি।
- ১ম এবং ৩য় শর্ত দুটি অনুপস্থিত থাকলে বিবাহের চুক্তি বৈধ হবে না।

২। কার্যকর হওয়ার শর্তসমূহ

- শারয়ীভাবে কোনো বিবাহ চুক্তি যদি সম্পন্ন হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবে তা বৈধই থাকবে; যতক্ষণ না বাতিলকারী কোন প্রভাব কাজ করে।
- উভয় পক্ষের উপযুক্ততা।
- চুক্তি সম্পন্ন করার কর্তৃত্ব থাকা।
- কোন ভাই যদি তার বোনের জন্য কোন পাত্র দেখে এবং উভয়ই বিয়ে করতে রাজি হয় তাহলে বিবাহ বৈধ হবে; যদি না তার নিকট-তম ওয়ালী (পিতা) তা ভেঙ্গে দেয়। (সেক্ষেত্রে তা বাতিল হয়ে যাবে)
- পিতার অজান্তে ভাই বিয়ে দিয়ে দিলে বিয়ে হবে না।

৩। চুক্তি সফল হওয়ার পূর্বশর্ত সমূহ

- বৈধতা এবং কার্যকর হওয়ার সকল শর্তসমূহ পূরণ হলে চুক্তি সফল হবে। কিন্তু কেউ যদি সময় চায় বা ভবিষ্যতের কথা বলে, যেমন- 'আমি তিন দিন সময় নিব, এরপর ইন শা আল্লাহ আমি রাজি হব'- তবে কার্যকর হবে না।
- কোনরকম প্রতারণা বা ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন, যদি কোন মেয়ে বিয়ের আগে তার বয়সের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে, তাহলে পুরুষটি বিবাহ বাতিল করতে পারে, এক্ষেত্রে সকল উপহার ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু, যদি সে বিষয়টি মেনে নেয় তাহলে বিয়ে করতে পারে।

## বিবাহের চুক্তিতে শর্ত যোগ করা

বিবাহের চুক্তিতে ইসলাম পরিপন্থি নয় এমন চুক্তি যদি করা হয় তবে তা পুর্ণ করতে হবে। আল্লাহর নবি (সাঃ) বলেছেন, "সেই শর্ত পূর্ণ হওয়া সবচেয়ে উপযোগী যার মাধ্যমে তুমি একজন নারীর সাথে সহবাস করাকে হালাল করে নিয়েছ।"[৮]

১। যেসব শর্ত পূরণ করা আবশ্যক

- সাধারণভাবে কোন চাহিদা বা চাওয়া।
- তবে মোহর শর্ত নয়। এটা আবশ্যিক বিধান। এ নিয়ে ইতঃমধ্যে আলোচনা হয়েছে যে, মোহর আবশ্যিকভাবে পরিশোধ করতে হবে।

২। যেসব শর্ত শারয়ীভাবে বাতিল

- এমন কোন শর্ত যা বিবাহের চুক্তির অবিচ্ছেদ্য কোন বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন- মেয়ের ওয়ালী আপনাকে একটি শর্তের কথা বললেন যে, আপনি তাকে (মেয়েটিকে) স্পর্শ করতে পারবে না।

৩। স্ত্রীর ভালোর জন্য কোন শর্ত করাঃ

- যেমন, আপনার স্ত্রী শর্ত দিতে পারে সে বিয়ের পরে রাজশাহী ছেড়ে যেতে পারবে না। আপনি অন্য কোন স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবেন না। বা সে তালাকের অধিকার নিজের হাতে নিয়ে নেবে।
- অধিকাংশ আলিম বলেছেন, শর্তগুলো বাতিল।
- হাম্বলীগণ বলেছেন, এই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। আপনি এই শর্তগুলোতে রাজি হলে আপনাকে এগুলো পূরণ করতে হবে।

৪। নিষিদ্ধ শর্ত সমূহঃ

- এমন কোন শর্ত যা হারাম অথবা এমন কিছু যা হারামের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার শর্ত।

## বিবাহের চুক্তি ঘোষনার নমুনাঃ

বরের ঘোষনার নমুনাঃ

আমি........., একজন মুসলিম, জন্মগ্রহণ করেছি......, বাস করি......ফোন নাম্বার (০১.........) রেজিস্ট্রেশান নম্বরঃ ............ কুরআন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর সুন্নাহ অনুযায়ী জনাবা............. কে আমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছি। মহান আল্লাহ কে স্বাক্ষী রেখে যিনি সবকিছুর উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী এবং এই সুধী সমাবেশের উপস্থিতিতে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করছি........

আমি একজন মুসলিম স্বামী হিসেবে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চল। আমি আরও শপথ করছি যে, আমি আমার স্ত্রীকে ... ...মোহর হিসেবে দান করব।

কনের ঘোষনার নমুনাঃ

আমি........ এই ধর্মের, জন্মগ্রহণ করেছি..........বাস করছি............ফোন নাম্বার (০১.........) রেজিস্ট্রেশান নম্বরঃ ..................... জনাব............... কে কুরআন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ বিধান অনুসারে আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করছি। মহান আল্লাহ কে স্বাক্ষী রেখে যিনি সবকিছুর উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী এবং এই সুধী সমাবেশের উপস্থিতিতে - আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করছি.. যে আমি একজন মুসলিম স্ত্রী হিসেবে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলব। আমি শর্তসমূহ এবং ............... পরিমান মোহর গ্রহণ করলাম।

তৃতীয়ঃ নবীজি (সাঃ) এর বিবাহ

উম্মাহাতুল মুমিনীন (বিশ্বাসীদের মাতাগণ)

১। নবীজি (সাঃ) এর স্ত্রীদের মোট সংখ্যাঃ

- আলিমগন একমত যে তাঁর (সাঃ) ১১ জন স্ত্রী ছিল।
- যার ২ জন তাঁর (সাঃ) জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন।
- মারিয়া কিবতিয়াহ তাঁর (সাঃ) স্ত্রী ছিলেন না কি দাসি ছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

২। উম্মুল মুমিনিন বা বিশ্বাসীদের মাতাগণ (রাঃ) এবং তাদের বিবাহঃ

খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ (রাঃ)

- নবীজির (সাঃ) এর জীবদ্দশায় মারা যান।
- ইবরাহীম ছাড়া নবীজি (সাঃ) – এর সকল সন্তান তার থেকে জন্মলাভ করে।
- কন্যাগণ- যাইনাব, উম্মে কুলসুম, রুকাইয়াহ (নবীজি (সাঃ) – এর জীবদ্দশায় মারা গিয়েছেন) এবং ফাতিমা। (রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাঈন)
- পুত্রগণ - আব্দুল্লাহ এবং কাসিম - নবীজি (সাঃ) – এর জীবদ্দশায় মারা যায়।

সাওদা বিনতে জামআ (রাঃ)

- খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর নবীজি (সাঃ) এর সাথে তার বিবাহ হয়।
- তিনি বিধবা ছিলেন।

আয়িশা বিনতে আবু বকর (রাঃ)

- আবু বকর (রাঃ) এর গভীর আগ্রহে হিজরীতের তিনবছর পূর্বে মক্কায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
- হিজরতের অষ্টম মাসে তার সাথে বাসর হয়।
- তখন তার বয়স নয় বছর।
- নবীজির (সাঃ) স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র কুমারী নারী ছিলেন।

হাফসা বিনতু উমার (রাঃ)

- তিনি ইসলামের ২য় খলিফা উমার (রাঃ) এর কন্যা।
- হাফসা (রাঃ) –এর প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনে হুজাইফা মারা গেলে উমার (রাঃ) খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে প্রথমে আবু বকর (রাঃ এবং পরে উসমান (রাঃ) - কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তারা কেউ-ই রাজী হন না। পরে হিজরী ২য় বা ৩য় সনে নবীজি (সাঃ) তাকে বিবাহ করেন।
- তিনি তা করেন হযরত উমার (রাঃ) - এর একান্ত আগ্রহের কারণে।

যাইনাব বিনতু খুযাইমা (রাঃ) - উম্মুল মাসাকিন

- হিজরী তৃতীয় সনে জয়নব বিনতে খুযাইমা (রাঃ) - কেও নবীজি (সাঃ) বিবাহ করেন।
- এর আগে তিনি তিন স্বামীর বিধবা ছিলেন।
- নবীজির (সাঃ) - এর জীবদ্দশায় বিবাহের তিন মাস পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

উম্মে সালাম বিনতে আবি উমাইয়াহ (রাঃ)

- ৪র্থ হিজরিতে তার প্রথম স্বামী আবু সালামা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।
- অতঃপর, শাওয়াল মাসে নবীজি (সাঃ – এর সাথে তার বিবাহ হয়।
- নবীজি (সাঃ) – এর স্ত্রীদের মধ্যে সবশেষে (মতান্তরে ৫৯ বা ৬২ হিজরিতে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

যাইনাব বিনতে যাহাশ (রাঃ)

- তিনি নবীজির (স.) ফুফাত বোন
- তিনি ছিলেন তাঁর (সাঃ) পালক পুত্রের স্ত্রী।
- পরবর্তীতে দাম্পত্য জীবনে বোঝাপড়া না হওয়ায় ৫ম হিজরিতে যায়েদ তাকে তালাক দেন।
- অতঃপর যিলক্বদ মাসে আল্লাহ তাআলা তার বিবাহ সুরা আহযাব--এর ৩৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে নবীজি (সাঃ) - এর সাথে ঘোষণা করেন।
- তিনি অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন।
- ২০ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জুওয়াইরিয়াহ বিনতু হারিস (রাঃ)

- জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে আটক হওয়া যুদ্ধবন্দীনি।
- তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দারের কন্যা ছিলেন।
- তার স্বামী মুস্তফা বিন সাফওয়ান, উক্ত যুদ্ধে নিহত হন।
- নিয়মানুযায়ী জুয়াইরিয়া (রাঃ) প্রাথমিকভাবে সাহাবী সাবিত বিন কায়েস বিন আল শাম্মস (রাঃ) –এর গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ভাগে পড়েন।
- বন্দী অবস্থাতেই, জুয়াইরিয়া (রাঃ) নবীজি (সাঃ) - এর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন যে, গোত্রপ্রধানের কন্যা হিসেবে তাকে যেন মুক্তি করে দেওয়া হয়, নবীজি (সাঃ) তাঁর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
- ইত্যবসরে, তার বাবা (হারিস) তাকে মুক্ত করতে নবীজি (সাঃ) - এর কাছে মুক্তিপণ দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু নবীজি (সাঃ) উক্ত প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন।
- এরপর সাহাবা (রাঃ) – দের অনুরোধের নবীজি (সাঃ) জুয়াইরিয়া (রাঃ) - কে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তিনি (রাঃ) এই প্রস্তাবে রাজি হন।

- বনু মুস্তালিক গোত্রের সাথে নবীজি (সাঃ) -এর বৈবাহিক আত্মীয়তা হয়েছে দেখে সাহাবগণ (রাঃ) উক্ত গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে শুরু করলেন।
- এভাবেই জুয়াইরিয়া (রাঃ) -এর সাথে নবীজি (সাঃ) -এর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং এর দ্বারা বন্দী হওয়া প্রায় শত পরিবারের মুক্তির কারণ হয়।

উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান (রাঃ)

- আসল নাম রামালাহ বিনতে আবী-সুফিয়ান, অতঃপর উম্মে হাবিবা নামে পরিচিত হন।
- মাক্কী জীবনে সপ্তম হিজরিতে এই বিয়েটি সম্পন্ন হয়।
- তিনি কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন এবং পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি মুসলিম হন।
- আবু সুফিয়ান কাফির ছিলেন এবং নবীজি (সাঃ) তার মেয়েকে বিয়ে করায় তিনি খুব খুশি হন।
- আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে উম্মে হাবিবা (রাঃ) - একজন ছিলেন। হিজরতের পর তার স্বামী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ কর, অপরদি-কে তিনি ইসলামের উপর অনড় থেকে যান। হিজরতে থাকাকালীন সময়ে তার স্বামীর মৃত্যু হলে নবীজি (সাঃ) তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান।
- উল্লেখ্য, মুসলিমদের সাথে কুরাইশদের যুদ্ধ নিরসনকামী হুদায়বিয়ার চুক্তির পরপরই নবীজি (সাঃ) সমসাময়িক ইসলামের প্রতিপক্ষ ও কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা (রাঃ) - কে বিবাহ করেন, যাতে করে মুসলিমদের সাথে কুরাইশদের তৎকালীন শত্রুতা আরও কমে আসে।

সাফিয়াহ বিনতু হুয়াই (রাঃ)

- সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রাঃ) ছিলেন বনু নাদির গোত্রের প্রধান হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। তিনি ইহুদী এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের মহিলা ছিলেন।

- নবীজি (সাঃ) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন।
- তার প্রথম স্বামীর নাম সাল্লাম ইবনে মিশকাম। তার কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে তিনি বনু নাদিরের সেনাপতি কেনানা ইবনে রাবিকে বিয়ে করেন।
- খায়বার যুদ্ধে বনু নাদির গোত্র পরাজিত হলে তাঁর স্বামী কেনানাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং সাফিয়া (রাঃ) - কে যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- নবীজি (সাঃ) তাকে তার মালিক দিহইয়ার কাছ থেকে মুক্ত করেন এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সাফিয়া (রাঃ) তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মাইমুনাহ বিনতে আল হারিস (রাঃ)

- তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) - এর স্ত্রীর বোন ছিলেন।
- তার আসল নাম ছিলো াররা। নবীজি (সাঃ) তার নাম পরিবর্তন করে মায়মুনাহ রাখেন।
- হুদায়বিয়া চুক্তির সময়ে তিনি নবীজি (সাঃ) - কে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি (সাঃ) তা গ্রহণ করেন।
- চুক্তির মেয়াদ শেষে মায়মুনা (রাঃ) - কে সাথে নিয়ে নবীজি (সাঃ) মদিনায় ফিরে যান।

একাধিক বিবাহ

১। বিবাহের স্বাভাবিক প্রথা কোনটি - এক বিবাহ না কি বহুবিবাহ?

- বিবাহের স্বাভাবিক প্রথা হল একবিবাহ।
- এ বিষয়টি অভিরুচির ব্যাপার হিসেবে বিবেচ্য হবে। কোন কোন আলিম বলেছেন, একাধিক বিবাহ করা মুস্তাহাব। আপনি যদি আপনার সকল স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারেন তাহলে একের অধিক বিয়ে করতে পারেন।
- কোন কোন আলিম বলেছেন, এক বিবাহ মুস্তাহাব।

২। বহুবিবাহের বৈধতা ও ন্যায্যতা

- বৈধ উপায়ে পুরুষদের অধীনস্থ করে নারীদের সামাজিক সমস্যা সমাধান করা।
- এই উম্মাহর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- অধিক সংখ্যক মানুষের মাঝে পরিচিতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করা।

একাধিক বিবাহের বিশেষ কারণঃ

- প্রথম স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম হলে।
- স্ত্রী তার স্বামীর অধিকার আদায়ে অক্ষম হলে।
- স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের বিরাগভাজন হলে।
- নারীদের তুলনায় পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হলে।

৩। একাধিক বিবাহ চারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

- একাধিক বিবাহ চারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটি আল্লাহর বিধান। এ সীমাবদ্ধতার রহস্য ও প্রজ্ঞা কী তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।
- কোনো কোনো আলিম বলেছেন, চূড়ান্ত তৃপ্তি লাভ করা।
- যদি কেউ তার সকল স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারে তাহলে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে।

৪। একাধিক বিয়ের বিধান

- সকল বিবাহ বন্ধনই সম-মর্যাদার।
- এক স্ত্রী অন্য স্ত্রীর উপরে প্রধান্য পাবে না।
- কোন স্ত্রীর প্রতিই পক্ষপাতমূলক আচরণ করা যাবে না।
- তবে কুমারীকে বিয়ে করলে সকল স্ত্রীর মাঝে পালা বণ্টন করার পূর্বে তার কাছে প্রথমে সাত দিন থাকবে আর কুমারী না হলে তিন দিন থাকবে। এরপর যথারীতি পালা বণ্টন করবে।

- নবীজি (সাঃ) বলেছেন যদি তুমি কোন স্ত্রীকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাক, তাহলে বিচার দিবসে এক দিকে ঝুঁকে পড়া অবস্থায় উত্থিত হবে।[৯]
- স্বামীকে তার সময় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে হবে।
- তবে অন্তরের উপর মানুষের হাত থাকে না। তাই কারো প্রতি স্বাভাবিকভাবে দুর্বল থাকতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর একাধিক বিবাহ

১। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেঃ

- ওহী আসার আগ পর্যন্ত তিনি কেবল খাদিজা (রাঃ) কেই বিয়ে করেন।
- ওহী আসার পরে (৫০ বছর বয়সের পর থেকে) তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের বিবাহ করেন।

২। মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন নবী হিসেবেঃ

- ইলমের প্রচার ও প্রসার সংক্রান্ত কারণ।
- শারয়ী কারণসমূহ। যেমন যাইনাব (রাঃ) কে বিয়ে করেছেন পোষ্য-গ্রহণ নিয়ম বাতিল করার জন্য।
- সামাজিক স্বীকৃতিমূলক কারণসমূহ। এ কারণে সাওদা (রাঃ) এবং সালমা (রাঃ) কে বিয়ে করেন।
- রাজনৈতিক কারণ। এ কারণে হাবিবা (রাঃ) এবং জুওয়ায়রিয়াহ (রাঃ) - কে বিয়ে করেন।

তথ্যসূত্র:

১। মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭) 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ;
মিশকাত হা/২৫৫৫ 'মানাসিক' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪।
২। সুনানুত তিরমিযী, ১১২১
৩। সহীহ মুসলিম, ১৪৫৩
৪। আল-মুগনী, ৬/৫৮৯
৫। সূরা আল আহযাব, আয়াত ২৭
৬। সূরা আন নিসা আয়াত ১৪১
৭। জামি তিরমিযী, ১৭১, হাদীসটি দুর্বল।
৮। সহীহুল বুখারী, ২৭২১; সহীহ মুসলিম, ১৪১৮
৯। সুনান আবূ দাউদ, ২১৩৩, হাদীসটি সহীহ
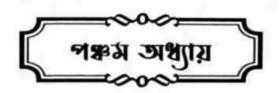
## 'কল্যাণে আবদ্ধ হওয়া' - বিবাহ এবং অন্তরঙ্গতা

সর্বপ্রথম বিবাহের ঘোষনাঃ

বিবাহের সবকিছু ঠিক ও চূড়ান্ত হয়ে গেলে সর্বপ্রথম কাজ হলো, বিবাহের ঘোষণা দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হালাল এবং হারামের মধ্যে পার্থক্য হল কণ্ঠস্বর এবং দফের বাজনা।[১]

বিবাহের ঘোষণা, আসর ও সভাঃ

১। ফিকহি মত

- মুস্তাহাব : অধিকাংশ আলিমের মতে বিবাহের ঘোষনা দেওয়া মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়
- ইমাম আয-যুহরী (রহঃ) মতে ওয়াজিব।

২। বিবাহের ঘোষনার অর্থ

- মানুষকে জানানো।

৩। বিবাহ এবং এ সংক্রান্ত নানান প্রথাঃ

- সবকিছুই অনুমোদিত যদি না তা শরিয়াতের দৃষ্টিতে হারাম হিসেবে পরিগণিত হয়
- অন্য কোন ধর্মের অনুসরণে পালিত কোন প্রথা নিষিদ্ধ, যেমন - কনে স্বামীর বাড়ীতে চলে যাওয়ার আগে ফুল ছোড়া।

৪। বিবাহের আসরে গান গাওয়া

- ছোট ছোট বাচ্চাদের মাধ্যমে দফ বাজিয়ে মার্জিত ও শালীন ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে
- যে গানে হারাম কথা (লিরিক) আছে তা নিষিদ্ধ।

৫। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

- দফ ছাড়া অন্য সকল বাদ্যযন্ত্র হারাম।

৬। বিবাহের আসরে নাচানাচি

- সকল প্রকার নাচানাচি হারাম।
- এলাকাভিত্তিক কোন প্রথা বা রেওয়াজ থাকলে করা যেতে পারে। তবে গানের রেওয়াজ হলে চলবে না। তবে অন্যান্য রেওয়াজ যেগুলো ইসলাম পরিপন্থী নয় তা করা যেতে পারে।

৭। বিবাহের আসরে বিভিন্ন প্রথার বিধানঃ

- বিবাহের আসরে অপচয় করা হারাম।
- সামর্থ্যে কুলালে প্রয়োজনীয় খরচ করা যেতে পারে।
- ফ্রী মিক্সিং বা নারী পুরুষে একসাথে অবস্থান করা হারাম।
- বিবাহের আংটির বিধান বাগদানের আংটির বিধানের মতই। বিদ'আত।
- বর ও কনেকে উপস্থাপন করা। নারীদের জন্য নির্ধারিত অংশে বর যাবে
- বিবাহের শোভা যাত্রা শালীনতার সাথে বৈধ হতে পারে।
- বিবাহের পোশাক। পোশাকের ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের প্রথায় বারণ নেই, যতক্ষণ না তা শরিয়া লঙ্ঘন করছে।

৮। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে বিবাহঃ

বিবাহের অভিবাদনঃ

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকাল্লাহু আলাইকা
ওয়াজামা'য়া বাইনাকুমা ফী খায়রিন

(আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাজিল করুন এবং তোমাদের কল্যাণের সঙ্গে একত্রে রাখুন।)[২]

বিবাহের ভোজ (ওয়ালীমাহ)

১। ওয়ালীমাহ কী?

- বিবাহ উপলক্ষে বিয়ের পরদিন স্বামীর বাড়িতে খাবারের যে আয়োজন করা হয়, তাই ওয়ালীমাহ।

২। ফিকহি মত

- অধিকাংশ আলিম বলেছেন, এটি মুস্তাহাব।
- ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেছেন, এটি ওয়াজিব।

৩। ওয়ালীমাহর সময়

- বিবাহের পরের দিন মুস্তাহাব

৪। ওয়ালীমাহ অনুষ্ঠানের পরিধি

- নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। এই উদযাপনে শরীক হতে লোকেদের নিমন্ত্রণ করলেই হবে।

৫। ওয়ালিমাহের জন্য নিমন্ত্রন করা

- আত্নীয়-স্বজন্দেরকে নিমন্ত্রন করা।

৬। ওয়ালীমাহর দাওয়াত কবুল করা

- সাড়া দেওয়া ওয়াজিব।

৭। ওয়ালিমাহর খাবারের অপচয়

- অপচয় করা হারাম। যদি আপনি নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে অতিরিক্ত খাবারগুলো নষ্ট হবে না, কাউকে দিয়ে দেবেন, তাহলে ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয়তঃ বিবাহ এবং অন্তরঙ্গতা

অস্তিত্বগতভাবেই মানুষের হৃদয় কারো সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া কিংবা কারো ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। অন্তরঙ্গতা এবং ভালোবাসার এই চাহিদা মেটানোর জন্যই বিবাহের রূপরেখা প্রণিত। ইসলামে একজন নারী এবং পুরুষের এই সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হল "বিবাহ।"

ইসলাম এবং যৌনতা

১। ইসলামে যৌনতার বিধান হচ্ছে,

- তাতে মাত্রাতিরিক্ততা সেচ্ছাচারীতা করা যাবে না; বরং তা হতে হবে পরিমিতভাবে এবং আদর্শ রূপে
- ইসলাম মতে যৌনতা হবে পরিমিত ও রক্ষণশীলতা সাথে। মাত্রাতি-ক্ততা ও শিথিলতার নামক দুই প্রান্তিকতার মাঝে এর অবস্থান হতে হবে; যাকে আরবীতে আল-ওয়াসাত বলা হয়।
- সূরা আল বাকারায় ইসলামের যৌন বিধানের ব্যাপারে উপমা সহকারে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, স্ত্রীগণ শস্যক্ষেত এবং যেভাবে ইচ্ছে তাদের ব্যবহার করা যাবে। যেকোন পদ্ধতিতে যৌনতা চরিতার্থ করার ব্যাপারে এটি কুরআনে সবচেয়ে পরিষ্কার বিবৃতি।[৩] তবে, এর মানে পায়ুপথে যৌনতা চরিতার্থ করা নয়। কেননা, ইসলামে পায়ুপথে যৌনতা চরিতার্থ করা হারাম।

২। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যৌনতাঃ

- অন্যান্য ধর্মের মতে, সহবাস আনন্দ লাভের জন্য নয়, বরং এটা এমন কিছু যা করার জন্য করা হয়।
- লিবারিজম অনুযায়ী, এটা উপরের ধারণার পুরোপুরি বিপরীত।

৩। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌনতাঃ

- এটা সহজাত একটি প্রবৃত্তি। এটি মানুষের ফিতরাতের একটি অংশ।
- ইসলামে যৌনতা কোন পাপ নয় বা পাপের কোন শাস্তিও নয়।
- এটা দুনিয়াবী জীবনের আনন্দ উপকরণ।
- এটা অন্যান্য প্রাণিদের মতই শারীরিক আকাঙ্ক্ষা।
- এটি প্রবল আকর্ষণবোধ থেকে হয়ে থাকে।
- এতে আত্মিক উপকার রয়েছে। কারণ, সঠিক ও বৈধ পন্থায় যৌনা-কাঙ্খা পুরণ বিশ্বস্ত, শালীন বা মার্জিত থাকতে সহায়তা করে।

৫। নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষার পার্থক্যঃ

- যৌনতায় পুরুষের অধিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।
- এটি মহিলাদের গর্ভধারণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

৬। শরীয়াসম্মত সহবাসের বৈশিষ্ট্যঃ

- সহবাসে রয়েছে অনেক উপকারিতা।
- মনে সুখ এবং প্রশান্তি দেয়।
- কামনা এবং বাসনার আগুন নির্বাপিত হয়।
- এটা একটি ইবাদত। এর মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করা যায়।
- এটা একে অপরকে অন্তরঙ্গ করে তোলে।
- প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হতে বিবাহের চেয়ে উত্তম কিছু নেই।

৭। ইসলামে যৌন স্বাস্থ্যবিধি

- নিয়মিত গোসল করা।
- খতনা করা।
- নারী এবং পুরুষ উভয়েরই নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা।
- যৌনতা এবং অন্তরঙ্গতার কথা ভেবে মযি নিঃসৃত হলে, লজ্জাস্থান ধৌত এবং অযু করা।
- অধিকাংশের মতে বীর্য পবিত্র।

বাসর রাতের আদব

১। শুরু যেভাবে -

- কোমল আচরণ করা
- প্রস্তুতি গ্রহণ করা
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যেমন – ফুল, চকলেট, কেক ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজানো।

২। দুআ পড়া

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি মা জাবালতাহা 'আলাইহি।"[৫]

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল চাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাব প্রার্থনা করি, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং সেই মন্দ স্বভাবের অনিষ্ট হতে, যা দিয়ে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ'।

এই সময় স্ত্রীর কপালের চুল ধরে স্বামী উক্ত বরকতের দুআটি করবে -

- অতঃপর দুজনে মিলে দুই রাকাআত সলাত আদায় করবে।
- স্বামী সলাতে ইমামতি করবে। এভাবেই তাদের নতুন জীবনের সূচনা বা বুনিয়াদ হবে।

৩। সাধারণ পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা।

৪। সহবাসের আগে শৃঙ্গারের জন্য সময় অতিবাহিত করা।

- রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি।

৫। অনুমোদিত উপায়ে সহবাস করা

- সহবাসের দুআ পড়া। "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা রাযাক্বতানা।"
- যোনিপথে সহবাস করা।

৬। পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়ার জন্য সময় দেওয়া

- একে অপরকে তৃপ্ত হওয়ার জন্য সমান সময় দেওয়া
- তাড়াহুড়া না করা।
- সঙ্গীর পরিতৃপ্তি নিশ্চিত করা।

৭। যৌন সংক্রান্ত বিষয়গুলো গোপন রাখা

- কারো কাছে প্রকাশ না করা। কেউ না, কারোর কাছে না।
- প্রথম রাতেই হতে হবে এমন না।

৮। শোবার ঘরে অন্তরঙ্গতা

- শোবার ঘরে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য যদি না শরীয়া বিরোধী কিছু থাকে।
- একে অপরের সাথে মার্জিত এবং কোমল আচরণ আবশ্যক।

বৈধ যৌন আচরণ

- মাসিকের সময় সবকিছু বৈধ হতে পারে, সহবাস ছাড়া। অধিকাংশ আলিম বলেছেন, সহবাস ছাড়া বাকী সব অনুমোদিত।
- পায়ুকাম ছাড়া বিভিন্ন আসন অনুমোদিত।
- স্বামী স্ত্রী পারস্পরিক হস্তমৈথুন বৈধ।
- শোবার ঘর লোকচক্ষুর অন্তরালে হতে হবে।

- স্ত্রীর সাথে গোসল করা বৈধ।
- গর্ভাবস্থায় সহবাস বৈধ। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন ক্ষতি না হয়।বিভিন্ন ফ্যান্টাসি যেমন মোমবাতি জ্বালানো...ইত্যাদি অনুমোদিত, যতক্ষণ না হারাম কিছু করা হচ্ছে।

অনুনোমোদিত যৌন আচরণ

- মাসিকের সময় সহবাস।
- ভিডিও বা অডিও রেকর্ড করা।
- পর্ন দেখা।

গর্ভনিরোধক পদ্ধতি এবং জন্মনিয়ন্ত্রন

১। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি

- আল আযল বা বীর্যপাতের আগে পুরুষের লজ্জাস্থান যৌনি থেকে সরিয়ে নিয়ে বাইরে বীর্যপাত করা। এটি জায়েয।
- যেকোন ধরণের পরিবার পরিকল্পনা অবৈধ

২। গর্ভপাত

- সন্তানের জন্ম ঠেকানোর জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার হারাম।
- যদি বাচ্চাটির মধ্যে আত্মা চলে আসে ৪ মাস পর, তাহলে হারাম।[৫]
- তবে মায়ের কোন ক্ষতির আশংকা থাকলে ভিন্ন কথা।
- শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি জঘন্যতম অপরাধ ।

তথ্যসূত্র:

১। আত-তিরমিযী, ১০৮৮, হাদীসটি হাসান-গ্রহণযোগ্য
২। আত-তিরমিযী, ১০৯১, হাদীসটি সহীহ
৩। সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৩
৪। আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬, 'দোয়া সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭; মিরক্বাত ৫/২১৬।
৫। কতদিন পযন্ত গর্ভপাত করা যাবে তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে চরম মতপার্থক্য রয়েছে। তবে চল্লিশদিনে আগে যদি বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য ডাক্তার পরামর্শ দেয় গর্ভপাত না করলে মায়ের বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে তবে গর্ভপাত করা যায়। কিন্তু যদি ভ্রুণে রূহ চলে আসে তবে কোনোক্রমেই গর্ভপাত করানো যাবে না। তবে যদি অত্যন্ত বিশ্বাস্ত ও নির্ভরযোগ্য ডাক্তার নিশ্চিতভাবে বলে গর্ভপাত না করলে মা মারা যাবে, তখন মায়ের প্রাণ রক্ষার্থে গর্ভপাত করানোর পক্ষে গ্রহণযোগ্য আলিমগণ মতামত দিয়েছেন

# ষষ্ঠ অধ্যায়
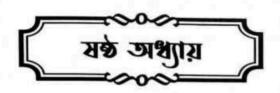
## **সহৃদয় পদক্ষেপ** - বিবাহ সম্পর্কিত অধিকার

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

**وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ**
**بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ**

**নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা রয়েছে।** [১]

নারীর অধিকার

- পাশ্চাত্যে নারীরা এবং নারীবাদীরা যে সকল অধিকার এবং দাবির জন্য লড়ে যাচ্ছে তার প্রায় সবগুলোই চৌদশত বছর আগে থেকে ইসলাম পূর্ণ করে এসেছে।

ইসলামে লিঙ্গ বিষয়ক নীতিমালাঃ

১। নারী এবং পুরুষ কি এক?

- এটি অনর্থক প্রশ্ন ও বাস্তবতাহীন প্রশ্ন। কারণ, সব দিকে থেকে নারী পুরুষ সমান ও এক নয়। কোনো দিক থেকে নারী সম্মানিত ও দামী আবার কোনো দিক থেকে পুরুষ সম্মানিত, দামী ও শ্রেষ্ঠ। তাই এটা নির্ভর করবে যে-দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে তার উপর।

২। ভিন্নতা না কি পরস্পরের সম্পূরক হওয়া?

- পুরুষ এবং নারী সৃষ্টিগতভাবে ভিন্ন। সব দিকে থেকে তারা এক নয়। তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনের জন্য ভিন্নভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নারীদের জন্য এমন অনেক বিশেষ দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যা একজন পুরুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়।
- অনুরূপভাবে পুরুষদের জন্য এমন অনেক বিশেষ দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যা একজন নারীর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

৩। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু ভিন্নতাঃ

- শারীরিক ভিন্নতা। তাদের মাঝে শারীরিক গঠন ও শক্তির ভিন্নতা সহ আরও অনেক বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে।
- পুরুষেরা তাদের মধ্যকার সমস্যা নিয়ে স্ত্রীর সাথে কথা বলতে পছন্দ করে না।
- নারীরা তাদের স্বামীর সাথে এ নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করে।
- পুরুষেরা জানে না কীভাবে তাদের মানসিক কষ্ট, দুঃখ কিংবা খুশি প্রকাশ করতে হয় ।
- অপরদিকে মেয়েরা তাদের মনের ভাষা বোঝাতে পারদর্শী হয়।
- আবেগগত পার্থক্য আছে।
- মস্তিষ্কগত পার্থক্য আছে।

আবু সাঈদ আল খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

জ্ঞানবুদ্ধি ও দ্বীনে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কোন নারী বিচক্ষণ কোন পুরুষকে যেভাবে হতবুদ্ধি করে দেয় - তা আমি আর কোথাও দেখিনি। মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞেন করেন, জ্ঞানবুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের অপূর্ণতা কী? রসূল (সাঃ) বললেন, দুজন স্ত্রী-লোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষ ব্যক্তির সমান নয় কী? তারা হ্যাঁ বাচক উত্তর দিল। তিনি (সাঃ) বললেন, এটা হল জ্ঞানবুদ্ধিতে অপূর্ণতা। এটা কি সত্য নয় যে ঋতুকালীন সময়ে নারীরা সালাত বা সিয়াম আদায় করতে পারেনা? মহিলার হ্যাঁ বাচক উত্তর দিল। তিনি (সাঃ) বললেন, এটাই হল দ্বীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা। [২]

পুরুষ-নারীর অধিকার ও দায়িত্ব

১। অধিকারে ভিন্নতা না কি অগ্রাধিকার?

- প্রত্যেকের অধিকার আছে কিন্তু ভিন্ন অনুপাতে।
- কোন কোন ধর্মে আবার নারীদের ধার্মিক হওয়ার অধিকার নেই।

২। ইসলামী আইনে অধিকার এবং দায়িত্বঃ

- নারী ও পুরুষ দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সমান এবং আখিরাতের অবস্থানগত দিক থেকেও সমান।

৩। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সমান অধিকার এবং দায়িত্বঃ

- মানবিক অধিকার- হ্যাঁ, তারা সমান।
- শিক্ষা – হ্যাঁ, তারা সমান।
- অর্থনৈতিক- হ্যাঁ, তারা সমান।

৪। নারী এবং পুরুষের মধ্যে অধিকার এবং দায়িত্বের ভিন্নতাঃ

- আল কিয়ামাহ (অভিভাবকত্ব) – এটা পুরুষের কোন অধিকার নয় বরং দায়িত্ব।
- আলমিরাহ - পুরুষেরা অর্থনৈতিক দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ কারণে তারা উত্তরাধিকারে বেশি অংশ পায়।

স্বামী-স্ত্রীর হক-অধিকার

১। পারস্পারিক হক-অধিকার

- একে অপরকে উপভোগ করার অধিকার রয়েছে বা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।
- একে অপররের সাথে উত্তম আচরণ করা।
- উত্তরাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে স্ত্রী বসতবাড়ির অংশ পাবে।

২। স্বামীর হক-অধিকার

- স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। তবে যদি হারাম কোনো কিছুর আদেশ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবে না।
- স্ত্রীকে বাড়ির মধ্যে অবস্থান করা এবং স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া। তবে স্বামী যদি সাধারণভাবে অনুমতি দিয়ে রাখেন তাহলে বাইরে যাওয়া যাবে।
- স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করলে সাড়া দিতে হবে।
- একে অপরের সাথে ভাল বোঝাপড়া থাকতে হবে এবং স্বামীকে মেনে চলতে হবে।
- স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সংসার দেখে রাখা। তার সন্তান, আসবাব, সম্পত্তি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।
- স্বামীর মর্যাদা, সন্তান, সম্পদ সংরক্ষণ করা। তার অনুমতি ব্যতিত কাউকে বিশেষ করে পুরুষ লোককে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়া।
- তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। সচরাচর নারীরা তাদের স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে না। নবীজি (সাঃ) বলেছেন, নারীরা এ কারণে জাহান্নামে যাবে। [৩]
- শাসন করার অধিকার।

৩। স্ত্রীর হক-অধিকার

- স্ত্রীর সাথে সহৃদয় এবং উত্তম আচরণ করা।
- তাকে ধর্মীয় এবং ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা।
- তার সম্ভ্রম, হায়া-আব্রু রক্ষা করা। তাকে সুরক্ষা দেয়া।
- সম্পূর্ণরূপে তার অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়া ।

৪। বিবাহ সম্পর্কিত আত্মীয়ের অধিকার

- মাহরামের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সংরক্ষণ করা।
- আতিথেয়তার অধিকার।
- স্থাপিত সম্পর্ক বজায় রাখা।

তথ্যসূত্র:

১। সূরা বাকারা আয়াত- ২২৮
২। সহীহুল বুখারী, ৩০৪
৩। সহীহুল বুখারী, ৩০৪
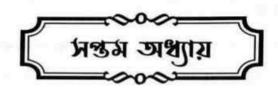
**'হৃদয়ের ভাষা বোঝা'** – ভালোবাসা এবং দাম্পত্য বজায় রাখা

নবীজির (সাঃ) - এর সকল স্ত্রী তাঁকে খুব ভালবাসতেন। সব সময় তাঁর পরশ পেতে উৎসুক থাকতেন। তাঁর সাথে তারা রাগ, অনুরাগ, অভিমান এবং খুনশুটি করতেন ।

বিয়ের পরের ভালোবাসা

১। বিবাহ কি ভালোবাসাকে শেষ করে দেয়?

- নাহ। বরং আরো বাড়িয়ে দেয়।

২। সঙ্গীর ভালোবাসায় সাড়া দেওয়া

- দাম্পত্য সঙ্গীর ভালোবাসার আবেদন বুঝতে হবে। তার মুল্যায়ন করতে হবে। প্রশংসা করা শিখতে হবে। মৌখিক ও শারীরিকভাবে সাড়া দিতে হবে।

৩। ধূসর এই দুনিয়ায় ভালোবাসাকে অপার্থিব সুন্দর করে তোলা

- এই বিষয়ে আবেগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। আর এটি আচরণত একটি ব্যাপার।
- বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হয়।
- সঙ্গীর পাঁশে দাড়াতে হয়, তাকে আশ্বাস দিতে হয়, অনুভূতি প্রকাশ করতে হয়, মোবাইল করতে হয়, মেসেজ বা ইমেইল পাঠাতে হয়।

ভালোবাসা কারে কয়?

- ইতিবাচক সাড়া দেওয়া।
- সময়কে উপভোগ্য করা (কোয়ালিটি টাইম)।
- উপহার গ্রহণ করা।
- সহায়তা করা বা সেবা করা।
- শারীরিক সংস্পর্শ।

ভিন্নতাগুলো উপলব্ধি করা -

১। পুরুষ এবং নারীর অবস্থান দুই মেরুতে

- পুরুষের সম্পৃক্ত থাকে লোহালক্করের জিনিসপত্র নিয়ে যেমন কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদির সাথে।
- নারীরা সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যেমন - অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, কথা বলা, গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করা ইত্যাদি।
- একে অপরকে বাঁধা না দিয়ে, আপন প্রবাহে চলতে দিতে হবে এবং এভাবেই মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে।
- যতক্ষণ না শারয়ী কোন বিষয়ের লঙ্ঘন হয়।

২। বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা উপলব্ধি করা

- পুরুষেরা সমালোচিত হতে পছন্দ করে না।
- নারীরা অন্যের মনে জায়গা করে নিতে চায় এবং অন্যদেরকেও তার মনে জায়গা দেয়, মনে রাখে।

৩। সংকট মোকাবেলা এবং চাপের সাথে খাপ খাওয়া –

- পুরুষদের জোর করে কোনকিছু বোঝানো বা মানানোর চেষ্টা করা যাবে না।
- তারা স্বাভাবিকভাবেই বুঝবে এবং ফিরে আসবে, নিজের অবস্থান পরিবর্তন করবে।
- নারীরা বাইরে যেতে এবং কথা বলতে ভালবাসে। তাদের কথায় সাড়া দিন। তাঁরা চায়, আপনি তার কথা শুনতে থাকুন। তারা আপনার মতামত জানতে চায় না। তারা শুধু না বলা কথাটুকু বলে হৃদয় খালি করতে চায়। কাজেই, সেই মুহুর্তে কোন মতামত দেওয়া কোনো প্র-য়াজন নেই। আবার কখনো তারা আপনার মতামত জানার জন্যেও আপনার সাথে কথা বলতে পারে।

৪। অনুপ্রেরণার শক্তি –

- পুরুষেরা চায় তাঁর স্ত্রী তার উপর ভরসা করবে, সাহায্য চাইবে। এটা তারা পছন্দ করে। এটা তাদের ভাল লাগে।
- নারীদের উচিত এতে সমর্পিত হওয়া।
- নারীরা সচরাচর অনুপ্রেরণা দেয় এবং সহানূভুতিশীল হয়। কারণ তারা তাদের স্বামীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে।
- তারা কোন বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হলেই উৎসাহ প্রদান করে।

৫। বিভিন্ন উপায়ে অনুভূতি প্রকাশ

- একে অন্যের কাছে বিভিন্নভাবে অনুভূতি প্রকাশ করুন। এভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করুন তুমি আমার কাছে অনেক দামি ও গুরুত্বপূর্ণ।

৬। আবেগে ভিন্নতা

- পুরুষেরা রাবারের ফিতার মত, তারা যত দূরেই যাক না কেন অবশেষে ফিরে আসবেই।
- নারীরা তরঙ্গের মত। যা বয়েই চলে।

# শেষ উপদেশ

কীভাবে স্ত্রীর মন জয় করবেন?
কীভাবে স্বামীর মন জয় করবেন?

- নিয়মিত উপহার আদান প্রদান করুন।
- একে অন্যের সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটান।
- পূর্ণ মনযোগ সহকারে একে অপরকে বুঝুন।
- দৃষ্টি বিনিময়। চোখের ভাষায় কথা বলা। মুখের হাসিতে পাগল করে তোলা। কবিতা শোনানো - এগুলি কখনই থামাবেন না। চলতে থাকুক, ভালোবাসা থাকুক অটুট।
- বাড়ি থেকে বাইরে গেলে কখনো কখনো শুধু তাঁর জন্যই ফিরে আসবেন। তাকে বোঝাবেন আপনার কাছে তাঁর গুরুত্ব কতটুকু?
- কিছু কিছু কাজ একসাথে করার চেষ্টা করুন, ঘরের কাজগুলো।
- একসাথে বেড়াতে যান।
- একে অন্যের কাছে সঁপে দিন।

এটাই ভালবাসা, এটাই কাছে আসার ও কাছে থাকার একমাত্র উপায়।

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ

"ভালোবাসা" -আল্লাহ এটাকে মহিমান্বিত করুন!
তুচ্ছ আকর্ষনবোধ কিংবা ভালো-লাগা থেকে এর সূচনা, এর পরিণাম রূপ নেয় ব্যগ্রতা-ব্যাকুলতায়। এর বিচিত্র অনুভূতি এতই আশ্চর্যের এবং মহিমান্বিত যে এর নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। এর বাস্তবতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারাই অনুভব করা সম্ভব। আমাদের দ্বীন যেমন ভালোবাসাকে অস্বীকার করে না তেমনই শরীআতে এটি নিষিদ্ধও নয়; যতক্ষণ না তা শরীআত পরিপন্থি হয়। কেননা প্রতিটি মানব-হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ তো আল্লাহরই হাতে।

- ইবনু হাজম (রহঃ)

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (মাদ্রাসা মার্কেটের ৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭১৭৩১৭৯৩১, ০১৬১১৪০৯৮৩১
facebook.com/AzanProkashoni